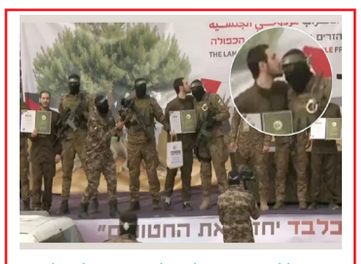

হামাস যোদ্ধার কপালে চুমু খেলেন ইসরায়েলি বন্দি

সারে-জমিন

উন্নয়ন বঞ্চনা নিয়ে দলীয় কাউন্সিলরের নিশানায় বিধায়ক

রূপসী বাংলা

মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসনে কি শান্তি ফিরবে

সম্পাদকীয়

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর

রবি-আসর

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১০ ফাল্গুন ১৪৩১
২৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বড় দুই রেকর্ড ইংল্যান্ডের

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 53 ■ Daily APONZONE ■ 23 February 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মুঘল সম্রাটদের নামে রাস্তার সাইনবোর্ড ভাঙচুর দিল্লিতে

আপনজন ডেস্ক: দিল্লিতে এখন ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার। সদ্য বিধানসভায় বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসতেই আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের দাপট দেখাতে শুরু করল রাজধানীতে। শুক্রবার রাতে নয়াদিল্লিতে মুঘল সম্রাটদের নামে নামকরণ করা রাস্তার সাইনবোর্ডগুলি কিছু যুবক ভাঙচুর করে। খবরে বলা হয়, আকবর রোড, বাবর রোড ও হুমায়ুন রোডের সাইনবোর্ড ভাঙচুর ও কালো করে দেওয়া হয়। সাইনবোর্ডে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের পোস্টার লাগানো ছিল। একদল যুবকের ভাঙচুর ও সাইনবোর্ডে কালো রং ছিটিয়ে দেওয়ার ভিডিওও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে।
খবর পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুঘল সম্রাটদের নামে নামকরণ করা রাস্তাগুলির নামকরণের জন্য দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। মুঘল সম্রাটদের নাম লেখা সাইনবোর্ড বিকৃত করার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালের অক্টোবরে লুটিয়েন্সের দিল্লির আকবর রোডে একটি সাইনবোর্ড ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং 'সম্রাট হেমু বিক্রমাদিত্য'র পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরেও আকবর রোডের একটি সাইনবোর্ডে 'অটল মার্গ' লেখা একটি পোস্টার পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

ডানকুনিতে শুরু হল সিপিএমের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন

বিজেপি-আরএসএসের বাংলাদেশ নিয়ে প্রচার ভারতের সংখ্যালঘুদের আক্রমণের জন্য: প্রকাশ কারাত

আপনজন ডেস্ক: হুগলির ডানকুনিতে শনিবার থেকে শুরু হল রাজ্য সিপিআইএমের ২৭তম রাজ্য সম্মেলনে। এই সম্মেলনে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষক বক্তৃতা দেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির কো-অর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত। প্রকাশ কারাত একদিকে যেমন তরুণ প্রজন্মকে দলে টানতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় তোলেন তেমনি দেশে সাম্প্রদায়িক অরাজকতা সৃষ্টিতে নিশানা করেন বিজেপি আরএসএসকে।
প্রকাশ কারাত বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি বৃহত্তর ঐক্যের জন্যই জরুরি। কিন্তু সিপিআইএমের স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধি ও বামপন্থীদের শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি রয়েছে। আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ এখন দেশের নানা প্রান্তে জনভিত্তি পেয়েছে। এই আদর্শের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সিপিআইএমের স্বাধীন শক্তি ও বামপন্থীদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে

বিজেপি আরএসএসকে নিশানা করে বলেন, ভারতে বিজেপি আরএসএস বাংলাদেশের ঘটনা ঘিরে যে প্রচার করছে তা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাঁচাতে নয়, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের আক্রমণ করতে।
তৃতীয় দফায় সরকারে আসীন হয়ে মোদি সরকার ভারত রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ব কায়েম করার কাজে এতটুকুও খামতি রাখেনি। চারদিন ধরে অনুষ্ঠিতব্য সিপিএমের এই রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দিন শনিবার এ রাজ্যে সিপিএমের অগ্রগতি কেন থমকে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কেরলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বুঝিয়ে দেন, দলে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা অনেকটা পিছিয়ে। আর সেই সমালোচনার সাক্ষী থাকলেন মহম্মদ সেলিম, সূর্য্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তীর মতো নেতারা। প্রকাশ কারাত বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সিপিএম তরুণ কর্মী বাড়াতে পারেনি। ছাত্র যুব আন্দোলনে আমরা যুবকদের একত্র করছি। কিন্তু, দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারিনি। সেদিক থেকে কেরল অনেকটাই এগিয়ে। সেখানে মোট পার্টি সদস্যের ২২ শতাংশের বয়স ৩১ বছরের নীচে। তবে, গণ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আরজি কর আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানান প্রকাশ কারাত। অপরদিকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী দল বিজেপির সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, এরাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল দুয়ের বিরুদ্ধেই বামপন্থীদের লড়াই করতে হচ্ছে। কারণ এরাজ্যে দুর্নীতি-ক্রিমিনাল শাসন চলছে। বামপন্থী কর্মীরা হিংসাত্মক আক্রমণের মুখে পড়ছে। তার মধ্যেও বিগত তিন বছরে এরাজ্যে সিপিআই (এম) শ্রেণি ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিশেষত আরজি কর আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানা তিনি।
এদিনের সম্মেলনে খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। রাজ্য সম্মেলনে সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, বৃন্দা কারাত, সূর্যকান্ত মিশ্র, তপন সেন, অশোক ধাওয়ালে, নীলোৎপল বসু, রামচন্দ্র ডোম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটার লিস্টে বহিরাগত ঢোকাতে ইসি বিজেপিকে সাহায্য করছে: কুনাল

আপনজন ডেস্ক: শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের একাংশ আধিকারিক বিজেপির সঙ্গে মিলে গেরুয়া শিবিরকে সুবিধা দিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করছেন। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন কমিশনের একাংশ যথাযথ যাচাই না করেই নাম অন্তর্ভুক্ত করছেন, বিশেষ করে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায়। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশ বন্ধ করা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) দায়িত্ব, এবং অননুমোদিত বহিরাগতদের ভোটার তালিকায় যুক্ত হওয়ার যে কোনও প্রতিবেদন কেন্দ্রের পরিচালনা করা উচিত। কারণ এটি বিএসএফ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্বাচন কমিশনকে "রিমোট কন্ট্রোল" নিয়ন্ত্রণ করে, যা যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি দৃশ্যত শিথিল করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর বিধানসভার অন্তর্গত চম্পাহাটি এলাকায় ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে কুনাল ঘোষ বলেন, যদি এই পরিস্থিতি হয়, নির্বাচন কমিশন যারা যথাযথ শারীরিক যাচাই ছাড়াই নাম অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। তবে কৃতিত্ব স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের অননুমোদিত ভোটারদের ট্র্যাক করার জন্য। রাজ্য ও শাসক দলের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে বিজেপি এবং যাঁরা এই ইস্যুতে শোরগোল তুলছেন, তাদের উচিত অনুপ্রবেশ রোধের বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরা।
তিনি মনে করিয়ে দেন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগসাজশে বিজেপির জাল ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, তারা গেরুয়া দলের পক্ষে ভোটের অনুপাত পরিবর্তন করতে পারে। কারণ তারা বারবার বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে অভিযোগ করেন কুনাল।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

WE'RE HIRING!

Salary
Rs. 8000 to
Rs. 15000

TEACHERS

We are looking for
- Montessori Trained Teachers
- English Teachers
- Math Teachers
- Physics Teachers
- Chemistry Teachers
- Biology Teachers

Fluency in english is must

Send your CV to:
ilmaschoolbaruipur@gmail.com
9231510342

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

গাড়ির ধাক্কায় জখম বাঘরোল উদ্ধার

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: বাগনান খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হেতমপুর গ্রামে রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় একটি বাঘরোল গুরুতর আহত হয়। এলাকার পশুপ্রেমী মহিলা তুহিনা দাস ও কলেজ ছাত্রী অয়ন্তিকা দাস যোগাযোগ করেন উদ্ধারের জন্য। বহু মানুষ বাঘরোল টিকে ঘিরে রীতিমতো হইচই শুরু করে দেয়, কেউ কেউ বাঘ বেরিয়েছে বলতে শুরু করে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান পরিবেশকর্মী ও খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা ঝিন্দন প্রধান। তিনি মানুষকে রাজ্য প্রানী বাঘরোল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী সুমন্ত দাস, ইমন ধাড়া, সুমন পাঠক, গুরু চক্রবর্তী এসে বাঘরোল টিকে রাস্তা থেকে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে বন বিভাগের কর্মীরা এসে আহত বাঘরোল টি উদ্ধার করে গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান।

কৃষ্ণেন্দুকে হুমকি ফোন, আটক ৫

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীকে হুমকি ফোনের ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। হুমকি ফোনের ঘটনায় আটক করল মোট পাঁচজনকে। আটক পাঁচজনের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তারের খবর মিলেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শাহাদাত সেখ। বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার থানার কমলবাড়ি নিউ যদুপুর এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে 'পুলিশ জানতে পেরেছে সে-ই এই ঘটনার মূলচক্রী। সে-ই হুমকি ফোন করেছিল ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীকে। তবে আটক চারজনের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত চলছে পুলিশি তদন্ত।

রাতে ফের গুলি চলল হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার রাতে হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত গোশালা রোড এলাকার এক আবাসনের গেটের সামনে রাজেশ সিং নামের এক ব্যক্তিকে বাইকে করে এসে গুলি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। ওই ব্যক্তির পেটে গুলি লাগে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় লিলুয়া থানায়। ঘটনাস্থলে আসেন লিলুয়া থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে হাওড়ার গোলাবাড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে ওই রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়াত কম থাকায় সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই এই কান্ড ঘটায় দুষ্কৃতীরা।

মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন পর্ষদ সভাপতির

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: পরীক্ষা চলছে মাদ্রাসা বোর্ডের এর মধ্যে হঠাৎ আজ মুর্শিদাবাদে সারপ্রাইজ ভিজিটে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ড.আবু তাহের কামরুদ্দিন সাহেব ।
তিনি জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার পরীক্ষা সেন্টার গুলি ভিজিট করেন । তিনি দেবকুন্ড হাই মাদ্রাসা, ঝুনকা হাই মাদ্রসা,ভাবতা আজিজিয়া হাইমাদ্রসা এবং বেলডাঙ্গা দারুল হাদিস সিনিয়ার মাদ্রসা সহ বিভিন্ন জায়গায় যান এবং সাক্ষাৎ করেন কথা বলেন শিক্ষকদের সঙ্গে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রফেসার ড.আবু তাহের কামরুদ্দিন সাহেব এর সাথে আনসার সাহেবও. সাহেবও.উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন খুব ভালভাবে পরীক্ষা হচ্ছে যথাযত নিয়ম মেনেই চলছে । প্রকাশ থাকে যে এ বছর প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মোট ৪১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া চলছে । আলিম ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫,১১০। এর মধ্যে হাই মাদ্রাসায় ৪৭,৩৭৬, আলিম পরীক্ষায় ১২,৫০৩ এবং ফাজিল পরীক্ষায় ৫,১২৫ জন পরীক্ষার্থী। ২০ জেলা মিলিয়ে ২০৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে।

সমবায় সমিতির ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ২ নং ব্লকের খাঁনো অঞ্চলে তিনটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। শনিবার ছিল নির্বাচনের নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নমিনেশন জমা না দেওয়ায়, তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদেরই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। গলসি ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ সাবির উদ্দিন আহাম্মেদ জানান, খাঁনো অঞ্চলের তিনটি সমবায় সমিতিতে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ,খাঁনো কুন্ডু পাড়া এস কে ইউ এস লিমিটেড ৯টি আসনে, খাঁনো ইউ সি এসি এস লিমিটেড ৯টি আসনে এবং খাঁনো মন্ডল পাড়া এস কে ইউ এস ৯টি আসনে জয়লাভ করে। ব্লক সভাপতি সেখ সাবিরউদ্দিন আশা প্রকাশ করে বলেন যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস ফল ভালো করবে।

সামশেরগঞ্জে ঢালাই রাস্তার শিলান্যাসে বিধায়ক আমিরুল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের অন্তরদীপা গ্রাম থেকে আরাজি ন'পাড়া গ্রাম পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্ষা আসার আগেই দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তার শিলান্যাস করলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। দুই কোটি ৪৬ লক্ষ দুই হাজার ৩৯২ টাকা বরাদ্দে প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। এদিনের এই শিলান্যাস প্রক্রিয়ায় বিধায়ক আমিরুল ইসলাম ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ করা যেতে পারে, সামশেরগঞ্জের চাঁদপুর বাজার অন্তরদীপা থেকে আরাজী ন'পাড়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটি বছরের পর বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। বারবার এলাকাবাসীর ক্ষোভ, দুর্ঘটনার পরেও কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছিল না। ফলে এম্বুলেন্স যাতায়াত কিংবা অসুস্থ রোগী, সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে গিয়ে ব্যাপক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাদের। ভোগান্তিতে পড়তে হতো ছাত্রছাত্রীদের। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার তত্বাবধানে প্রায় ৬ কিলোমিটার ব্যাপী রাস্তাটির শিলান্যাস করা হয়। দীর্ঘদিন পর হলেও রাস্তাটির শিলান্যাস হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দে রাস্তাটির কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু হবে বলেই জানিয়েছেন বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে সামশেরগঞ্জে ৩০ কিলোমিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন তিনি।

উন্নয়ন বঞ্চনা নিয়ে দলীয় কাউন্সিলরের নিশানায় বিধায়ক ও পৌর চেয়ারম্যান

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরের ২৩ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড দেখলে মনে হবে আমরা উন্নত দেশে পৌঁছে গেছি। শহরের অন্যান্য জায়গার অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। বিশেষ করে শহর বর্ধমানের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, স্কুল পরিকাঠামো ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। সংখ্যালঘু এলাকা দিয়ে গাড়ি নিয়ে পারাপার করাই মুশকিল। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটে বিধায়ক থেকে শুরু করে বেশির ভাগ কাউন্সিলর জয়লাভ করেছেন, কিন্তু সেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার দুঃখ ঘুচেনি। সংখ্যালঘু এলাকার ভোট ছাড়া বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ককে এবার আর জয়লাভ করতে হতো না, এই সত্য কথাটা সবার জানা। গত লোকসভার ভোটে অনেক পৌর আসন তৃণমূল কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে আছে। বর্ধমান দুর্গাপুরের এমপি কীর্তি আজাদ জয়লাভ করেছে সংখ্যালঘুদের একচেটিয়া ভোটে। বর্ধমান শহরের উন্নয়ন নিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেখ বাদশা। তিনি সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারের

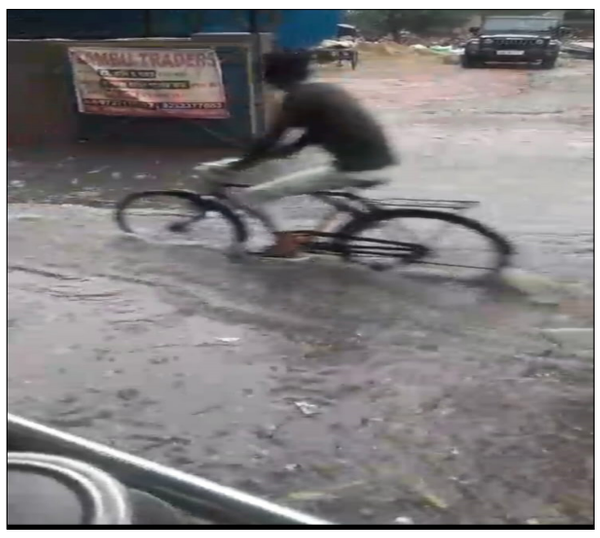

বিরুদ্ধে। সেখ বাদশার অভিযোগ, গোটা শহরের ৩৩টি ওয়ার্ডে উন্নয়ন না হলেও মাত্র দু'তিনটি ওয়ার্ডে বিশেষ সুবিধা মিলেছে।
সেখ বাদশা বলেন, "বিধায়ক খোকন দাসের পাড়া ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং আগে যে ওয়ার্ড থেকে তিনি লড়তেন, সেই ২৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোনো এলাকায় উন্নয়ন হয় না।" তাঁর মতে, বাকি ওয়ার্ডগুলো উন্নয়নের অভাবে অন্ধকারে রয়ে গেছে। তিনি আরো জানান, সামান্য বৃষ্টিতেই ২৭ নম্বর ওয়ার্ডসহ শহরের বহু জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, "প্রতিবছর লহর বা খাল পরিষ্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়। কিন্তু এবার সেই বরাদ্দ হয়নি, যার ফলে এক পশলা বৃষ্টিতেই জল জমেছে।" এছাড়াও, রাতের অন্ধকারে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে হকার উচ্ছেদের অভিযোগ করেন তিনি। কোনো নোটিশ ছাড়াই দোকান বন্ধ অবস্থায় বুলডোজার চালিয়ে দোকান ভাঙা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। সেখ বাদশা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "সৌন্দর্যায়ন আগে প্রয়োজন নয়, আগে প্রয়োজন মানুষের পেটের ভাত। গরিব মানুষের দোকান ভাঙা হয়েছে। আমি তাঁদের পাশে আছি। এরা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী, যাঁরা ভোটে জেতায়।" চেয়ারম্যান এবং বিধায়ককে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "আবার এখানেই দোকান হবে।"
বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, সরকারি জায়গায় কোনো দোকানপাট করতে দেয়া হবে না। কেউ পয়সা নিয়ে দোকান বসালে তার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। তবে এই ঘটনার পর বিরোধী শিবির সরব হয়ে উঠেছে।
কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, "সঠিক কথাটা সাহস করে বলেছেন সেখ বাদশা। আজ সামান্য বৃষ্টিতেই শহর জলমগ্ন। নিকাশি নালা পরিষ্কার হয় না, রাস্তা খানাখন্দে ভরা। এবার নাগরিকরা ভোটবাক্সে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।"
বিজেপি নেতা সৌম্যরাজ ব্যানার্জি বলেন, "শহরে কোনো গার্ডেন নেই। রাস্তা নোংরা, নর্দমা সংস্কার হয় না। বিসি রোড তার জলন্ত উদাহরণ। সেখ বাদশা যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।"
বর্ধমান শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেও উন্নয়ন বঞ্চনার ক্ষোভ ধীরে ধীরে বাড়ছে। এক জায়গায় শুধু আলো আর আলো, অন্যান্য জায়গায় অন্ধকার। শহরের বেশিরভাগ মানুষ ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ব্যক্তি বাদশার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

নন্দকুমারে আবার খাতা খুলতে পারল না বিজেপি, জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: আবার একটি সমবায় নির্বাচনে খাতা খুলতে পারল না বিজেপি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শনিবার নন্দকুমার ব্লকের কল্যাণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে।সব কটি আসনে জয়ী হল ঘাসফুল শিবির।ওই সমবায় সমিতিতে মোট ৫৪ টি আসন সংখ্যা।
এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই ছটি আসনে জয়ী হয়ে ছিল তৃণমূল,শনিবার আরও ৪৮ টি আসনে জয়ী হোন শাসকদলের সমর্থিত প্রার্থীরা।শনিবার বিকেলে এই ফলাফল সামনে আসার পরেই সবুজ আবিরে মেতে উঠতে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের কল্যাণপুর সমবায় কৃষির উন্নয়ন সমিতির প্রার্থী কর্মীদের কার্যালয়ের সামনে।আগেও তৃণমূলের দখলে ছিল এই সমবায়, এতে মোট

ভোটার সংখ্যা ছিল ১৩৪৫ জন। শনিবার নির্বাচনে যাতে কোন অশান্তি না হয় তার জন্য সকাল থেকে পুলিশি প্রহরা ছিল শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় ভোট পর্ব।
এই জয় প্রসঙ্গে নন্দকুমার এর তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে জানিয়েছেন,কল্যাণপুর পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে,কিন্তু সমবায় ধরে রাখতে পারল না গেরুয়া শিবির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে ফের শীল-মোহর দিল।তৃণমূলের এই জয় প্রসঙ্গে নন্দকুমার ২- র বিজেপির মন্ডল সভাপতি সন্দীপ চক্রবর্তীর দাবি করেছেন সমবায় গুলিকে শাসক দল ভয় দেখিয়ে ছিনিয়ে নিচ্ছে। লোন না দেওয়াসহ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হচ্ছে ভোটারদের। এই ভাবেই তারা ভোটে জিতছে। তৃণমূল এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ফাল্গুনের অকাল শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। মাথায় হাত চাষীদের। শনিবার দুপুরে আকাশের মুখ ভার করে কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও। এই অসময়ের শিলাবৃষ্টিতে হরিহরপাড়ার বিস্তীর্ন এলাকার জমির আলু, গম, পিঁয়াজ, পটল ও অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। বৃষ্টি শেষ হতেই চাষীরা জমিতে এসে দেখে সমস্ত ফসল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সব ফসল নষ্ট। সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীরা।

গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে খুন তৃণমূল কর্মী!

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাসোল ব্লক এলাকা কি ফের খুনোখুনির রাজনীতি শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকায়। বেশ কিছুদিন যাবত চাপা উত্তেজনা ছিল তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঘিরে। দিন কয়েক আগেই কাঁকরতলা থানার জামালপুর গ্রামে বালির বখরা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যুযুধান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় বোমাবাজি। যার জেরে একজনের একটি পা উড়ে যায় বোমার আঘাতে। সেই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই ফের শুক্রবার রাতে এক তৃণমূল কর্মী খুন হয় কাঁকরতলা থানার বড়রা গ্রামে। জানা যায় স্থানীয় থানার বড়রা গ্রামের তৃনমূল কর্মী সেখ নিয়ামুল সন্ধ্যা নাগাদ বড়রা বাসস্টপ থেকে নিজ বাড়ী যাওয়ার পথে দুষ্কৃতিকারীরা তার উপর লোহার রড, পাথর সহ ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত হানে সেখ কালো সহ তার দলবল বলে নিহতের পরিবারের অভিযোগ। নিয়ামুল এর কোমর, হাঁটু,পা ভেঙে দেওয়ার ফলে ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। স্থানীয়রা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি নিয়ামুল কে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে সিউড়ী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায়। পুনরায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে ময়নাতদন্ত করানো হয়। এদিকে মৃত্যুর খবর চাউর হতেই বড়রা অঞ্চলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।পৌঁছন জেলার বিভিন্ন পদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা। শনিবার ময়নাতদন্তের পর মরদেহ আনা হয় বড়রা গ্রামে। এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। নিহতের পরিবারকে সান্ত্বনা সহ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নিহতের বাড়িতে হাজির হন খয়রাশোল ব্লক তৃনমুল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্যরা।

বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় নিখোঁজ থাকার পর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার যুবকের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: একদিন নিখোঁজ থাকার পর রহস্যজনক ভাবে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ফাঁকা মাঠের জঙ্গল থেকে।পরিবার সূত্রে জানাযায় গত শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল।
তারপর থেকে আর বাড়ি ফিরেনি, শনিবার যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াই এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম গাফফার আলী শেখ বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। মৃতদেহ উদ্ধার করে ডোমকল থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই যুবকের বাড়ি ডোমকলের সুন্তনগর এলাকায়, মাত্র পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয় যুবকের, ওই যুবকের

আচার-আচরনে এলাকায় রয়েছে সুনাম। শুক্রবার সকালে মাদুর অর্থাৎ পাতি লাগাতে গিয়েছিল বর্তনাদের মাঠ অর্থাৎ বালির ঘাটে। তারপর থেকে আর বাড়ি ফিরে আসেনি গফফার, শনিবার বিকেলে মাঠে ক্ষেতের জমিতে কাজ করতে গেলে কৃষকেরা গাফফারের দেহ গাছে ঝুলতে দেখে। খবর ছড়াতেই ভিড় জমাই এলাকার মানুষ। তবে খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা,ঘটনার তদন্তে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন ডোমকল থানার পুলিশ।

নিখোঁজ মূক ও বধির শিশু কন্যাকে তার পরিবারের কাছে ফেরাল পুলিশ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। আজ অনিতা সোরেন নামের ওই শিশুকন্যাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল দুপুরে কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায় বছর এগারোর এক শিশু কন্যাকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে এলাকায়

মোতায়েন থাকা পুলিশের সন্দেহ হয়। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশ বুঝতে পারে শিশু কন্যাটি মূক ও বধির। এরপরই কোতুলপুর থানার পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়। শুরু হয় ওই শিশু কন্যার পরিবারের খোঁজ। বিভিন্ন থানায় মেসেজ পাঠানো হয়। পরে জানা যায় ওই শিশু কন্যার নাম অনিতা সোরেন। বাড়ি বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার খামমনি গ্রামে। বিষয়টি পরিবারকে জানানো হলে আজ পরিবারের লোকজন কোতুলপুর থানায় ছুটে আসেন। পরে কোতুলপুর থানার পুলিশ মূক ও বধির শিশু কন্যাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের সহযোগিতায় এভাবে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির শিশুকন্যাকে ফিরে পেয়ে খুশি শিশুকন্যার পরিবার।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভর্তি ফি বৃদ্ধির দাবি শিক্ষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে চলা নির্ধারিত সরকারি স্কুলের ভর্তি ফিজ মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মহাশয়কে চিঠি পাঠালো শিক্ষক সংগঠন " অল পোস্ট গ্রযাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন"। রাইট টু এডুকেশন এ্যাক্ট -২০০৯ এর বিধি অনুযায়ী, বর্তমানে ২৪০ টাকার ভর্তি ফি পরিবর্তন করে নূন্যতম ৪৪০ টাকা কার্যকরী করার আবেদন জানানো হয়েছে।
মূল্যবৃদ্ধির কারণে রাজ্যের বেশীর ভাগ স্কুলকেই বাধ্য হয়ে ভর্তির টাকা বাড়াতে হচ্ছে। ফলে বহু স্কুলের বিরুদ্ধে অভিভাবক সহ বিভিন্ন তরফ থেকে অভিযোগে স্কুলগুলি প্রশাসনিক সমস্যায় পড়ছে। কম্পিউটার সহ বিভিন্ন খাতে খরচ অনেকগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আবেদন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক চন্দন গরাই।

বোলপুর কলেজের প্লাটিনাম জয়ন্তী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর কলেজ ৭৫ বছরে পা দিল। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মানষ ভুঁইয়া, বোলপুর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য, বোলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ড. নুসরাত আলী, সহ অন্যান্য তৃণমূলে নেতৃবৃন্দ এছাড়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রাক্তনীরা।

প্রথম নজর

আগ্নেয়গিরিতে পর্যটকদের সসেজ রান্না ও কফি তৈরি, সমালোচনার ঝড়

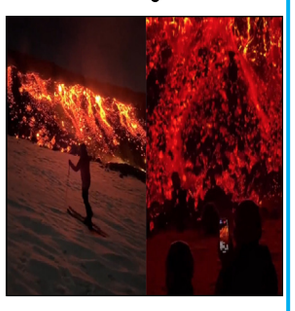

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনায় অগ্ন্যুৎপাত দেখতে ভিড় জমানো পর্যটকদের অশোভন আচরণ সমালোচনার জন্য দিয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি মাউন্ট এটনায় অগ্ন্যুৎপাতের পর কিছু পর্যটককে উত্তপ্ত লাভার পাথরে সসেজ রান্না করতে ও কফি তৈরি করতে দেখা গেছে। ২০ বছর ধরে এই অঞ্চল নিয়ে কাজ করা ফটো সাংবাদিক জুসেপ্পে ডিসতেফানো এ তথ্য জানিয়েছেন।

ডিসতেফানো দ্য টেলিগ্রাফকে বলেন, 'কেউ একজন লাভার পাথরে সসেজ রোস্ট করেছে, আর আরেকজনকে আমি চিনি যে একটি ইতালীয় কফি মেকার দিয়ে কফি তৈরি করেছে।' এই সসেজ রান্নার ঘটনাটি ইউনেসকো এই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অনভিজ্ঞ মানুষ টেনিস জুতা পরে ও অল্প জ্ঞান নিয়ে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খ্যাতির আশায় যাচ্ছে।

বর্তমানে, নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে লাভা প্রবাহ থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে থাকতে হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, পর্যটকরা নিয়মগুলো অবাধে লঙ্ঘন করছে।

ডিসতেফানো বলেন, 'এই ১২ দিনে অগ্ন্যুৎপাত চলাকালীন আমরা অনেক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখেছি।

কিছু মানুষ প্লাস্টিকের ব্যাগ পায়ে জড়িয়ে লাভার দিকে হাঁটছে, যাতে বরফ বা তুষার পেরিয়ে তাদের জুতা ভিজে না যায়।'

এ ছাড়া প্রতিবার মাউন্ট এটনায় অগ্ন্যুৎপাত হলে ডিসতেফানো নানা রকম ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে থাকেন। এ বছর একজন মদ উৎপাদক তাকে অনুরোধ করেন, যাতে লাভার পাশে একটি ওয়াইনের বোতলের ছবি তোলা হয় এবং তারপর সেই বোতলটি লাভায় ধ্বংস হওয়ার মুহূর্তও ক্যামেরাবন্দি করা হয়।

তিনি বলেন, 'আমি আরো নানা রকমের অনুরোধ পেয়েছি, যেমন কিছু মানুষ লাভার ওপর হাঁটতে চায়। এক ব্যক্তি চেয়েছিলেন, আমি যেন তার সঙ্গে লাভার ওপর রান্না করি, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।' বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় স্তরিত আগ্নেয়গিরি হওয়ার পাশাপাশি মাউন্ট এটনা ইউরোপের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি, যার উচ্চতা প্রায় ১১ হাজার ফুট। ২০২৩ সালে আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ছাই সিসিলির অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দর বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল, যার ফলে অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত, বাতিল ও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।

আমাজন শহরে বিশাল সিংকহোল, জরুরি অবস্থা জারি

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের আমাজনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বুরিটিকুপু শহর ধীরে ধীরে পৃথিবী গ্রাস করছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েক মিটার (ফুট) গভীর বিশাল সিংকহোলের সৃষ্টি হয়েছে। এই গর্ত কয়েকশ বাড়ি গ্রাস করে ফেলতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে সেখানে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। শহরটিতে মোট ৫৫ হাজার মানুষের বসবাস। এবার শঙ্কা দেখা দিয়েছে, ১ হাজার ২০০ মানুষের বাড়ি এই বিশাল গর্তগুলোতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই মাসের শুরুতে নগর সরকারের জারি করা একটি জরুরি আদেশে বলা হয়েছে, 'গত কয়েক মাসের ব্যবধানে, সিংকহোলগুলো দ্রুত প্রসারিত হয়েছে এবং বাসস্থানের কাছাকাছি পৌঁছেছে।'

ডিক্রিতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সিংকহোলগুলো চলমান সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, বুরিতিকুপু নামে এই শহরটিতে গত ৩০ বছর ধরেই এমন সিঙ্কহোল মানুষের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। বৃষ্টিপাতের কারণে ধীরে ধীরে মাটি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত বালু, অপর্যাপ্ত পরিকল্পিত নির্মাণ কাজ এবং বন উজাড়ের কারণেও এমনটা ঘটেছে। ব্রাজিলে বড় আকারে মাটির ক্ষয়কে 'ভোকোরোকা' বলা হয়, যা আদিবাসীদের উৎপত্তির একটি শব্দ। মারানহাও ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ভূগোলবিদ মার্সেলিনো ফারিয়াস বলেছেন, 'বর্তমানে ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে সমস্যা আরো খারাপ হয়ে উঠেছে।' বুরিটিকুপুতে ২২ বছর ধরে বসবাসকারী আন্তোনিয়া দস আনজোস আশঙ্কা করছেন, শীঘ্রই আরো সিংকহোল দেখা দেবে। তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে বড় বিপদ, কারণ কেউ জানে না, এই গর্তটি কোথায় খুলবে।' বুরিটিকুপু গণপূর্ত সচিব এবং একজন প্রকৌশলী লুকাস কনসেইকাও বলেন, জটিল সিংকহোল পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা পৌরসভার স্পষ্টতই নেই।

হামাস যোদ্ধার কপালে চুমু খেলেন ইসরায়েলি বন্দি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় আরও তিন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। শনিবার বিকেলে তাদেরকে নুসিরাতের শিবির থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত এসব ইসরায়েলি বন্দি হলেন, এলিয়া কোহেন, ওমের ওয়েঙ্কার্ট এবং ওমের শেম তোভ। নুসিরাতের হস্তান্তরের স্থানে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে হাসতে দেখা গেছে। এ সময় জিম্মিদের একজন তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফিলিস্তিনি এক যোদ্ধার কপালে চুমুও খেয়েছেন। এই তিন জিম্মিকে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। পরে তাদের নিয়ে রওনা হন রেড ক্রসের সদস্যরা। রেড ক্রস গাড়ির কনভয় মধ্য গাজার নুসিরাতের হস্তান্তরের স্থান ছেড়ে তিন ইসরায়েলি বন্দিকে গাজার ভেতরে একটি ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটিতে নিয়ে গেছে।

এদিকে, জিম্মির বিনিময়ে ৬০২ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল। তবে বন্দি বিনিময় চলমান থাকলেও যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল। গাজার কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ১৫ জানুয়ারির যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকে ৩৫০টিরও বেশি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল। লঙ্ঘনের তালিকায় আছে গাজা উপত্যকার পূর্ব সীমান্তে ইসরায়েলি সেনাদের অনুপ্রবেশ, বিমান ও ড্রোন হামলা এবং সরাসরি গুলিবর্ষণ।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, দখলে থাকা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী দুই ফিলিস্তিনি শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছে।

জার্মানির নির্বাচনে কট্টর ডানপন্থীদের উত্থানে উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির নতুন নির্বাচন নিয়ে গোটা ইউরোপের নজর এখন দেশটির দিকে। দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকটের পর এই নির্বাচন দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফেরাবে বলে অনেকেই আশা করছেন। তবে কট্টর ডানপন্থি দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি)-র উত্থান নিয়ে আশঙ্কাও বাড়ছে।

রোববার (২৩ ফেব্রুয়ারি) জার্মানির ভোটাররা নতুন সরকার নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে যাচ্ছেন। এর আগের জোট সরকারের পতন হয় সাড়ে তিন মাস আগে, যখন বাজেট নীতি ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে দেশটির অর্থমন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে নতুন সরকার গঠিত হবে, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

এবারের নির্বাচনে এএফডি-র জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জনমত জরিপ অনুযায়ী, দলটি ২০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে পারে এবং পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা ১৫০-এর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। পার্লামেন্টে মোট আসন সংখ্যা ৬৩০। যদিও মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো এএফডি-এর সঙ্গে জোট গঠনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে, তবে কোনো একক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কঠিন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। এর ফলে নতুন সরকার গঠনে এএফডির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এএফডি প্রধান অ্যালিস ওয়েইডেল তরুণ ভোটারদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। বিশেষ করে টিকটকে তার ৮ লাখ ৬৬ হাজার ফলোয়ার রয়েছে, যা তাকে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এগিয়ে রেখেছে। ইলন মাস্ক ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও তাকে সমর্থন দিচ্ছেন। দলটি জার্মানির সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের কথা বলছে।

অন্যদিকে, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টি (সিডিইউ) এবারের নির্বাচনে এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দলটির প্রার্থী ফ্রেডরিখ মার্জ বলেছেন, তারা ক্ষমতায় গেলে জার্মানি ইউরোপের নেতৃত্ব নেবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। নির্বাচনের প্রচারণায় তিনি বলেন, "আমরা এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে। রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বদলে যাচ্ছে, এবং আমাদের সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।" বিদায়ী চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের দল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসপিডি) দ্বিতীয় অবস্থানে থাকতে পারে, তবে শলৎজের পুনরায় চ্যান্সেলর হওয়া অনিশ্চিত।

গত কয়েক মাসে জার্মানির বিভিন্ন শহরে একাধিক প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় অভিবাসীদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যানহেইম, সোলিনজেন, ম্যাগডেবার্গ, আসচাফেনবার্গ ও মিউনিখে সংঘটিত হামলাগুলোতে সন্দেহভাজনদের বেশিরভাগই অভিবাসী। এর ফলে দেশে অভিবাসনবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নির্বাচনে এই ইস্যুটি অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

জার্মানির এই নির্বাচন শুধু দেশটির ভবিষ্যৎ রাজনীতি নয়, সমগ্র ইউরোপের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অভিবাসন, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা নিয়ে যে নতুন নীতিগুলো গৃহীত হবে, তা শুধু জার্মানিতেই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাকি দেশগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অস্থির ইন্দোনেশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় বাজেট কাটছাঁটসহ সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার রাজধানী জাকার্তাসহ বিভিন্ন প্রধান শহরে রাস্তায় নেমে আসেন তাঁরা। প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর ১৯ বিলিয়ন ডলারের ব্যয় হ্রাস নীতিকে 'ডার্ক ইন্দোনেশিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের আশঙ্কা, এই পদক্ষেপ সরকারের সামাজিক সহায়তা নীতিকে দুর্বল করবে, যা তাঁদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ঘন কালো মেঘে আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গেলেও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। বৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা জাকার্তার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে জড়ো হয়ে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানান।

এ সময় আন্দোলনকারীদের বলতে শোনা যায়, "কথা বলতে পারলে প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর প্রিয় বিড়ালটিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত।"

ভূমিধস জয় পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার চার মাসের মাথায় এমন বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রাবোও সুবিয়ান্তো। রাজপথের বিক্ষোভের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁর বাজেট কাটছাঁট নীতির ব্যাপক সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা। সরকারের নীতিকে 'ডার্ক ইন্দোনেশিয়া' নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করে ছাত্রনেতা হেরিয়ান্তো বলেন, "দেশ অন্ধকারে রয়েছে। সরকারের নীতিগুলো অস্পষ্ট এবং গণবান্ধব নয়। এমন বিবেচনা থেকেই আমরা এই নাম দিয়েছি।"

ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সাশ্রয় করা অর্থ সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে স্কুলগুলোয় পুষ্টিকর মধ্যাহ্নভোজ বিতরণে এই অর্থ ব্যবহার করতে চায় সরকার। তবে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে একদিকে টিউশন ফি বেড়ে যাবে; অন্যদিকে শিক্ষকদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিক্ষোভকারীরা সরকারের নীতি পরিবর্তনের দাবিতে অনড়। তাঁদের দাবি, "শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া চলবে না।"

নিউজিল্যান্ডে এক রাতে সাতটি গির্জায় হামলা-আগুন

আপনজন ডেস্ক: এক রাতের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের সাতটি গির্জায় সন্দেহভাজন হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা না হলেও এক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, তিনিই আগুন লাগিয়েছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, রাজধানী ওয়েলিংটনের উত্তরে মাস্টারটন শহরের চারটি গির্জা আগুনে 'মাঝারি থেকে উল্লেখযোগ্য' ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে আরও তিনটি ভবন লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তবে সেখানে আগুন লাগেনি। স্থানীয় সময় শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ওয়াইরারাপা অঞ্চলের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দমকল ও জরুরি বিভাগের এক মুখপাত্র বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

দ্য নিউজিল্যান্ড হেরাল্ড জানিয়েছে, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি গির্জার একটিতে থাকা একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলেছেন, ভেতরে থাকা চেয়ারগুলোর একটি সারি পুরোপুরি পুড়ে গেছে, গৃহসজ্জার সামগ্রী পুড়ে গেছে এবং সিলিং পর্যন্ত ধোঁয়ার চিহ্ন ছড়িয়ে গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেন ইস্যুতে এরদোগানের নতুন চাল!

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইউক্রেনকে করে সহযোগিতা করেছে। একইসঙ্গে কিয়েভের পক্ষে রয়েছে ইউরোপ। এক্ষেত্রে তুরস্কের ভূমিকা ছিল অনেকটা কৌশলী। তুরস্ক একদিকে ইউরোপের দেশ, আবার মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সদস্য। কিন্তু তারপরও সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি আঙ্কারা।

ইউক্রেনের সঙ্গে থাকা প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে একদিকে কিয়েভকে ড্রোন সরবরাহ করেছে, অন্যদিকে ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষ থেকে মস্কোর বিরুদ্ধে আরোপিত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার অংশীদার হয়নি আঙ্কারা। অর্থাৎ কিয়েভকে ড্রোন দিলেও মস্কোর সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখেছে এরদোগানের দেশ।

পাশাপাশি শুরু থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তুরস্ক। এ নিয়ে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে আঙ্কায় রাশিয়া, ইউক্রেন ও জাতিসংঘের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কয়েক দফা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই হিসেবে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এরদোগান ও তার দেশকে। কিন্তু গেল জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তখন থেকেই পুরো চিত্র পাল্টে যেতে থাকে। ইতোমধ্যে ইউক্রেনকে সব ধরনের সহযোগিতা করা বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। নির্বাচনের আগে থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলেন ট্রাম্প। ক্ষমতাগ্রহণের পর যেন তড় সইছে না তার। ক্ষমতার একমাস যেতে না যেতেই যুদ্ধ বন্ধের চূড়ান্ত উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে ট্রাম্প এখন পূর্ণ মনোযোগ দিতে চাইছেন মধ্যপ্রাচ্যে। অর্থাৎ গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষমতার প্রথম মেয়াদে যে কাজ শুরু করেছিলেন, এবার সেটা চূড়ান্ত করতে চান তিনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪২ মি.

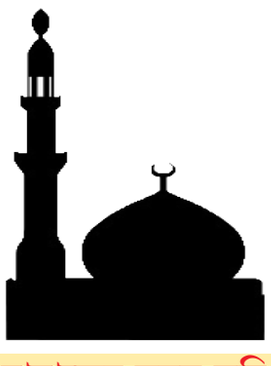

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০২
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪২	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ভেনিজুয়েলার ১৭৭ অবৈধ অভিবাসীকে গুয়ানতানামো পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

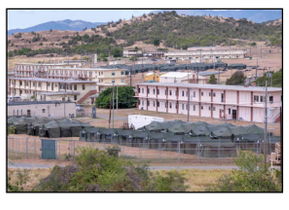

আপনজন ডেস্ক: অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ব্যাপক ধরপাকড় অভিযান চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় অবৈধ অভিবাসী হিসেবে ধরা পড়া ভেনিজুয়েলার ১৭৭ জন নাগরিককে গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার তারা একটি বিমানে নিজেদের দেশে পৌঁছেছেন। খবর সিএনএনের।

মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট জানিয়েছে, তাদের ভেনিজুয়েলায় স্থানান্তরের জন্য শুরুতে হন্ডুরাসে পাঠানো হয়েছিল। অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে চলা অভিযানে ধরা পড়া অভিবাসীদের একটি অংশকে গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ভেনিজুয়েলানদের দেশে পাঠানোর পর নৌঘাঁটিটি প্রায় খালি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্মসূচির বন্দিদের রাখার জন্য বানানো কুখ্যাত কিউবা ঘাঁটিতে অভিবাসীদের পাঠানোর বৈধতা নিয়ে অনেক আগে থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) ভাষ্য, গুয়ানতানামো বেতে যেসব ভেনিজুয়েলানকে পাঠানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ট্রেন ডি আরাগুয়া গ্যাংয়ের সম্পর্ক রয়েছে, যে অপরাধচক্রটির যাত্রা হয়েছিল ভেনিজুয়েলার একটি কারাগারে।

আগামী সপ্তাহে ৫৪০০ প্রবেশনারি কর্মীকে ছাঁটাই শুরু করবে পেন্টাগন

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্টাগন শুক্রবার ঘোষণা করেছে, তারা আগামী সপ্তাহ থেকে পাঁচ হাজার ৪০০ প্রবেশনারি কর্মীকে ছাঁটাই শুরু করবে।

কর্মী ও প্রস্তুতিবিষয়ক প্রতিরক্ষা আন্ডারসেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ড্যারিন সেলনিক বলেন, 'আমরা আশা করছি প্রাথমিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আগামী সপ্তাহ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ৪০০ প্রবেশনারি কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। এর পরে আমরা নিয়োগ স্থগিত রাখব এবং প্রযোজ্য সমস্ত আইন মেনে আমাদের কর্মী চাহিদা বিশ্লেষণ করব।'

সেলনিক বলেন, 'আমরা আশা করছি যে দক্ষতা তৈরি করতে এবং প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকার ও বাহিনীর তৎপরতা পুনরুদ্ধারে বিভাগের বেসামরিক কর্মী সংখ্যা পাঁচ থেকে আট শতাংশে কমানো হবে।'

এর আগে, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ঘোষণা দেন যে বিভাগটি প্রবেশনারি কর্মীদের পুনর্মূল্যায়ন করছে।

এছাড়াও তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন, ২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাটছাঁট খুঁজে বের করতে, যাতে তা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভাগের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা, ১০ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

হিমবাহ-ভাঙনের শব্দ-অর্থ

সম্প্রতি আর্থডটকম পৃথিবীবাসীর জন্য নূতন একটি বিপর্যয়ের বার্তা লইয়া আসিয়াছে। তাহাদের গবেষণা প্রতিবেদনসমূহে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, গত দুই দশকে হিমবাহ গলনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত গবেষণা অনুযায়ী, ২০০০ হইতে ২০১১ সালের মধ্যে যে পরিমাণ হিমবাহ গলিয়াছে, তাহার তুলনায় ২০১২ হইতে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশ অধিক হিমবাহ গলিয়াছে। ইহা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে, আর এই কারণে বিশ্বব্যাপী দ্রুতগতিতে গলিয়া যাইতেছে বিপুল হিমবাহ। বিশেষত, ইউরোপীয় আল্পস, অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলসমূহে হিমবাহ গলনের হার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞানীগণ সতর্ক করিয়াছেন যে, যদি বর্তমান হারে হিমবাহ গলিয়া যাইবার গতি এইভাবে অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে এই শতাব্দীর শেষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা পূর্বাভাসের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের সম্মুখীন হইবে।

বিজ্ঞানীরা আরো বলিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর গড়ে ২৭ হাজার ৩০০ কোটি টন বরফ গলিতেছে, যাহা বিশ্ববাসীর ৩০ বছরের ব্যবহারের পানির সমপরিমাণ। হিমবাহ পৃথিবীর প্রাকৃতিক শীতলীকরণ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে এবং ইহার অভাবে জলবায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। হিমবাহ সূর্যালোক প্রতিফলিত করিয়া পৃথিবী ঠান্ডা রাখিতে সাহায্য করিত, কিন্তু বর্তমানে ইহা সেই ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করিতে পারিতেছে না। এই কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা আরো দ্রুতগতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। হিমবাহ গলনের ফলে শুধু পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটিতেছে না, ভূরাজনৈতিক সীমারেখারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। বিশেষত, ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলে, যাহার মধ্যে ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া অন্তর্ভুক্ত, সেইখানে হিমবাহ গলনের ফলে সীমানার পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে ম্যাটার হর্ন হিমবাহের পরিবর্তনের কারণে ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের মানচিত্র পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরো বহু দেশের সীমানা পুনরায় নির্ধারিত হইতে পারে হিমবাহর গলনের ফলে-যাহা আন্তর্জাতিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতারও জন্ম দিতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ বারংবার বলিতেছেন, হিমবাহ গলনের এই মহাবিপর্যয় রোধ করিতে হইলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। জ্বালানি ব্যবহারে পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান, বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও ব্যাপকভাবে কার্বন নির্গমন হ্রাস করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায়, ভবিষ্যৎ পৃথিবী হইবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অব্যাহত চক্রে আবর্তিত এক বিপর্যস্ত গ্রহ।

হিমবাহ আমাদের গ্রহের পরিবেশগত ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য অপরিহার্য। অতএব, ইহার সংরক্ষণ করা শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজনই নহে, ইহা মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী মিশায়েল জেম্প যথার্থই বলিয়াছেন, 'আমরা এই শতাব্দীর শেষে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিকতর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মুখোমুখি হইব।' অনেক পরিবেশ বিশেষজ্ঞের মতে, দেশের ক্ষেত্রে হিমবাহ গলনের অভিঘাত আরো ভয়াবহ হইতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, বিশেষত সুন্দরবন, খুলনা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে তলিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি হারাইয়া উদ্বাস্তু হইতে বাধ্য হইবে। কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাইবে, যাহার ফলে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটিতে পারে। মিঠা পানির সংকটও তীব্রতর হইয়া জনজীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে পারে।

অতএব, দেশের জন্য হিমবাহ গলনের সমস্যা কেবল বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুই নহে, ইহা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও এক বিরাট হুমকি। সত্যিকার অর্থে হিমবাহর গলনে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ কমবেশি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হইবে। সুতরাং হিমবাহ ভাঙনের শব্দ ও ইহার অর্থ আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। বর্তমান বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণকে একযোগে সচেতন হইতে হইবে এবং পরিবেশ রক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এক ভয়ংকর পৃথিবী রচনা করিয়া যাইতেছি।

• • • • • • • • • • • •

মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসনে কি শান্তি ফিরবে

মণিপুরে অবশেষে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলো। এই নিয়ে ১১ বার ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলো। অর্থাৎ নির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য সরাসরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে গেল। মণিপুরে শেষ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছিল ২০০১ সালের ২ জুন। এই শাসন ২৭৭ দিন স্থায়ী হয়েছিল। লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী।**

মণিপুরে অবশেষে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল। এই নিয়ে ১১ বার ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলো। অর্থাৎ নির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য সরাসরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে গেল। মণিপুরে শেষ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছিল ২০০১ সালের ২ জুন। এই শাসন ২৭৭ দিন স্থায়ী হয়েছিল।

গত বছরের মে মাস থেকে চলা সহিংসতার জেরে আড়াই শর বেশি মানুষ মারা গেছেন মণিপুরে, গৃহহীন হয়েছেন ৬০ হাজারের মতো মানুষ। এরই জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংকে। রাজ্যে জারি হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন।

মেইতেই সমাজের প্রতিক্রিয়া

বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ এবং তার এক সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি নিয়েও মতবিরোধ চলছে। রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সমাজের প্রতিনিধিরা প্রথম আলোকে জানান, সিংকে সরিয়ে দিলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মেইতেই সমাজের একটা বড় অংশ এখনো মনে করে, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক দায়িত্বের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর নিজের সমাজ, অর্থাৎ মেইতেইদের জন্য কাজ করেছিলেন।

সে কারণে তিনি তাঁর সমাজে এখনো জনপ্রিয়, যদিও দলের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে একটা গোষ্ঠী কাজ করেছে। যেমন, বিধানসভায় বিজেপির স্পিকার থোকচম সত্যব্রত সিং বা মণিপুরের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং মুখ্যমন্ত্রীর কট্টর সমালোচক ছিলেন।

বিজেপির এই দুই নেতা মেইতেই সমাজের হলেও সিংয়ের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে সিংয়ের পদত্যাগের প্রধান কারিগর হিসেবে থোকচম সত্যব্রত সিংকে দেখা হচ্ছে। কারণ, বীরেন সিং-বিরোধী গোষ্ঠীর এই নেতা জানিয়েছিলেন যে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনলে স্পিকার হিসেবে তিনি তাতে বাধা দেবেন না। অর্থাৎ অনাস্থা প্রস্তাব আনতে দেবেন। আর এ ছাড়া বিজেপির কুকি এমএলএসহ অন্যান্য আদিবাসী এমএলএ আগেই বীরেন সিংয়ের বিরোধিতা করেছিলেন।

তবে গোটা মেইতেই সমাজই যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চলে গেছে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই বলে প্রথম আলোকে শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেইতেই সমাজের এক গবেষক-অধ্যাপক, যিনি পুরো সমস্যাটিকে তাঁর মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন। ওই গবেষক জানান, পুরো মেইতেই সমাজ সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নয়। (সরকারের) নিষ্ক্রিয়তায় তারা অসন্তুষ্ট ঠিকই, কিন্তু তারা জানে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। এটা বিরোধীরা এবং ভিন্নমতাবলম্বীরা (দলের মধ্যে বিক্ষুব্ধরা) যারা মুখ্যমন্ত্রীকে উৎখাত করতে চায় এবং ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাদের একটা পরিকল্পনা। বিরোধীরা নতুন করে জনসংযোগ করতে চায়, যাতে তারা নতুন নির্বাচনে লড়ার একটা সুযোগ পায়।

অর্থাৎ পদত্যাগ করা মানেই যে বীরেন সিংয়ের রাজনৈতিক জীবন এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এই বিজেপিই তাঁকে ভবিষ্যতে ফিরিয়ে আনতে পারে বা আবার নতুন করে নির্বাচনে জিতে ফিরে আসতে পারেন সিং। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সমাজের মধ্যে তাঁর একটা ভালো প্রভাব রয়ে গেছে বা বলা যেতে পারে যে তাঁর জনপ্রিয়তা মেইতেইদের মধ্যে বেড়েছে, কুকিদের মধ্যে কমলেও।

'বীরেন সিংকে কিছুটা রাজনৈতিক শহীদ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেটা ভবিষ্যতে তাঁকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে বলে এই মুহূর্তে মনে করা হচ্ছে' এমন মন্তব্য করেছেন ওই গবেষক। স্বাভাবিকভাবেই মেইতেই গোষ্ঠীগুলো বলেছে যে তারা আশা করেছিল, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করবে। কিন্তু তা না হওয়ায় তারা হতাশ। দ্রুত রাষ্ট্রপতি শাসন শেষ করে নতুন নেতৃত্ব, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের দাবি তুলেছে মেইতেই সমাজের পক্ষে সমন্বয়কারী সংগঠন কো-অর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইন্টেগ্রিটি (কোকোমি)।

'বীরেন সিং পদত্যাগ করার পর একজন যোগ্য ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। মণিপুরের বিধায়কদের বিধানসভার নেতা নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল', বলেছেন কোকোমির সাবেক প্রধান সমন্বয়ক সোমরেন্দ্র থকচম। তিনি আরও বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচনের পরিবর্তে বিধায়কদের একে একে দিল্লিতে ডাকা হয়। ক্ষমতা (দিল্লিতে) কেন্দ্রীকরণ করে একটা সমস্যা তৈরি করে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলো।

কুকিদের অবস্থান

অন্যদিকে কুকিসহ আদিবাসী ও উপজাতীয় নেতাদের ফোরামের মুখপাত্র গিঞ্জা ভুয়ালজং বলেছেন, রাষ্ট্রপতির শাসন তাঁদের পক্ষে আর একজন মেইতেই মুখ্যমন্ত্রী মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। কুকি-জো আর মেইতেইকে বিশ্বাস করে না, তাই একজন নতুন মেইতেই মুখ্যমন্ত্রী থাকা স্বস্তিদায়ক নয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করাকে স্বাগত জানাচ্ছে কুকিসহ অন্যান্য আদিবাসী সংগঠন।

এখানে প্রশ্ন হলো, এর পরে কুকিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী পৃথক প্রশাসনের দাবি বা আদিবাসী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার দাবি থেকে ভবিষ্যতে সরে আসবেন কি না। এখন পর্যন্ত এই দাবিতে মণিপুরের কুকিসহ অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী অনড়। তাঁরা এটা জানিয়েছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই নেতৃত্বাধীন রাজ্যে তাঁদের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা মেইতেই নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। যদিও রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পরে এই নিয়ে তাঁরা পথে নামেননি। ভুয়ালজং শুধু বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি সহিংসতার অবসানের কাজ শুরু হবে, যা রাজনৈতিক সংলাপের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের পথ প্রশস্ত করবে।'

তবে কোকোমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট জানিয়েছে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী পৃথক প্রশাসন বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনাতেই তারা যাবে না। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তারা জনমত গড়ার কাজে বিবৃতি দিতেও শুরু করেছে। অর্থাৎ দুই প্রধান গোষ্ঠী কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই একটা বিভেদ স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে এবং কেন্দ্রীয় স্তরেও জানানো হয়েছে যে রাজ্যের মধ্যে পৃথক প্রশাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপির তরফে সম্বিত পাত্র স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কুকিসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কোনো অবস্থাতেই পৃথক প্রশাসন পাবে না। তিনি শুক্রবার বলেছেন, মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনো সমঝোতা করা হবে না। পৃথক প্রশাসন বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল না পেলেও তারা তাদের লড়াই স্থগিত করবে কি না, তা নিয়ে কুকিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী এখনো মুখ খোলেনি। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক বিষয়গুলোতে বিবাদ থেকেই যাচ্ছে। এ রকম একটা অবস্থায় দুই পক্ষের নাগরিক সমাজ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

নাগরিক সমাজের আলোচনার বিভিন্ন ধাপে কলকাতা, গুয়াহাটি এবং উত্তর ভারতে তিনটি বৈঠক হয়েছে কুকিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও মেইতেই সমাজের মধ্যে। বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনা হয়নি বলে ওই বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি প্রথম আলোকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আশা করছি যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, তা মেটানোর কাজটা আমরা শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু এটা শেষ করবে সরকার।'

তবে এখনো বলা মুশকিল, এর ফলে মণিপুরে শান্তি ফিরবে কি না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসনের ফলে বিজেপির একটা বড় সুবিধা হলো। আর প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের একটা বড় সমস্যা তৈরি হলো।

বিজেপির সুবিধা কী?

এটা নিয়ে কোনো পক্ষেই আর কোনো দ্বিমত নেই যে বিজেপি সেখানে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে মণিপুরের দুটি লোকসভা আসনের দুটিতেই কংগ্রেসকে জিতিয়ে মানুষ আগেই বিজেপির প্রতি তাঁদের অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

গত সপ্তাহে বিজেপির মেইতেই, কুকিসহ অন্যান্য উপজাতীয় নেতাদের বড় অংশ বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারে অনাস্থা প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় যে কংগ্রেস বা অন্য কোনো দল অনাস্থা প্রস্তাব আনবে এবং বিজেপির ভেতরে মুখ্যমন্ত্রীবিরোধী গোষ্ঠী ও প্রধান রাজনৈতিক বিরোধীরা সেই অনাস্থা সমর্থন করে সরকার ফেলে দেবে। এই পরিস্থিতি এড়াতে চাপ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরায় কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু এরপর রাজ্যে দলের দায়িত্ব তারা ৭২ ঘণ্টাতেও কারও হাতে তুলে দিতে পারেনি।

এই রকম একটা অবস্থায় নির্বাচনের দিকে এগোনোর একটা বিকল্প পথ বিজেপির সামনে ছিল। কিন্তু সেই পথে তারা না হেঁটে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করল, যার অর্থ এখন সরাসরি কেন্দ্র সরকার মণিপুরকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

মণিপুরে নির্ধারিত সময় নির্বাচন হলে তা হওয়ার কথা ২০২৭ সালের মার্চ মাসে। আর রাষ্ট্রপতি শাসন দফায় দফায় নবায়ন করা হলে, তিন বছর পর্যন্ত তা টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ২০২৮ সালের মার্চ মাসের আগে ওই রাজ্যে নির্বাচন না-ও করা হতে পারে। ভারতের সংবিধান বলছে, ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তিন বছর সময়কালের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। সংসদের অনুমতি সাপেক্ষে এই পুরো সময় যদি বিজেপি নেয়, তাহলে ২০২৮ সালের মার্চ মাসের আগে মণিপুরে নির্বাচন হচ্ছে না।

এক বছর আগের লোকসভা নির্বাচনে ওই রাজ্যে দুটি আসনেই হেরেছে বিজেপি। এর থেকেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিধানসভা নির্বাচন হলে সেখানেও হারত বিজেপি এবং জিতত কংগ্রেস। সেটা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলো বলে মনে করছেন মণিপুর পর্যবেক্ষকেরা, যাতে আপাতত নির্বাচন করতে না হয়। কারণ, নির্বাচন হলে অবধারিতভাবে এই রাজ্যটি চলে যেত কংগ্রেসের হাতে।

সরকার ভেঙে দেওয়া হয়নি, স্থগিত করা হয়েছে

এর মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বীরেন সিংয়ের সরকারকেও যে আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, যেটা স্পষ্ট ভাষায় উত্তর-পূর্ব ভারতে বিজেপির দায়িত্বে থাকা ওড়িশার এমপি সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন। তিনি শুক্রবার বলেন, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়নি, এটি স্থগিত রাখা হয়েছে। যার অর্থ হলো, বিজেপির অধীনে একটি নতুন রাজ্য সরকার গঠনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

পাত্র বলেন, 'বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতের যেকোনো সময়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি তা সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন। সেটা বিবেচনা করা হবে কি না, তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপরে।' অর্থাৎ এখানে দুটি সম্ভাবনাই খুলে রাখল বিজেপি। এক, ভবিষ্যতে নেতা খুঁজে পেলে বা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা এই বিধানসভাকেই পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। আর তা যদি না হয় তবে তিন বছরের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনে যেতে পারে। এই মুহূর্তে নির্বাচন করলে নিঃসন্দেহে কংগ্রেস এগিয়ে থাকত। কিন্তু সেই রাস্তায় না হেঁটে বিধানসভা স্থগিত করে খানিকটা সময় নিল বিজেপি।

কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করে কংগ্রেস বলেছে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বিজেপি এটা প্রমাণ করল যে সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দলের প্রধান নেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্য শীর্ষ নেতা জয়রাম রমেশ ও কে সি বেনুগোপাল সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে বিজেপি যে সুবিধা পেল সেটা নিয়ে কংগ্রেস কোনো মন্তব্য করেনি। বেনুগোপাল বলেছেন, সব পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে তাঁরা আশা করছেন। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হবে কি না, তা এখনই বলা মুশকিল।

সৌজন্যে: প্র. আ.

সৌদি আরবে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক কতটা সফল হল

স্টিফেন ব্রায়েন

সৌদি আরবের রিয়াদে ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে উচ্চপর্যায়ের যে কূটনৈতিক বৈঠক হয়ে গেল, সেটাকে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষই সফল বলেছে। ট্রাম্পের এক নম্বর তুরুপের তাস স্টিভ উইটকফ বলেছেন, 'ইতিবাচক, গঠনমূলক, উৎসাহব্যঞ্জক ও খুবই নিরেট একটা সভা হয়েছে।'

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও তাঁর সমকক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, রিয়াদের সভাটি 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' হয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দিয়েছেন পররাষ্ট্রন্ত্রী মার্কো রুবিও, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়াল্টজ ও উইটকফ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে আর কারা ছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য নেই।

রুবিও বলেছেন, বৈঠকে তিনটি মূল বিষয়ে দুই পক্ষ সম্মত হয়েছে। এক. মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য একটা কূটনৈতিক দল গঠন করা। দুই. ইউক্রেনে 'সংঘাতের প্যারামিটারগুলো' খুঁজে বের করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের দল গঠন। তিন. ইউক্রেন সংঘাত অবসান হওয়ার পর অর্থনৈতিক সহায়তার সুযোগগুলো খুঁজে বের করা। যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এটিকে বলা হয়েছে, রাশিয়ার জন্য সম্ভাবনাময় একটি ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক সুযোগ।

লাভরভও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠকের বিস্তারিত ঠিক করার জন্য দুই দেশের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক হয়নি।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃতে সের্গেই লাভরভ ও পুতিনের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলে কিরিল দিমিত্রিয়েভও ছিলেন। তিনি রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (আরডিআইএফ) এবং রাশিয়ান ন্যাশনাল ওয়েলথ ফান্ডের প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করছেন। এ ছাড়া রাশিয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভ্লাদিমির প্রসকুরিয়াকভ ও দিমিত্রি বালাকিন।

প্রসকুরিয়াকভ কানাডায় রাশিয়ান দূতাবাসে কাজ করেন এবং আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। আর্কটিক অঞ্চলের সম্ভাব্য সহযোগিতা বিষয়টি রিয়াদে হয়ে যাওয়া সংলাপে একটি বিষয় ছিল। আর্কটিক বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে, তার বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও, ধারণা করা হচ্ছে আর্কটিক মহাসাগরে সম্পদ আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আর্কটিক মহাসাগরে বরফ গলা অব্যাহত থাকায় জাহাজ চলাচলের পথ কীভাবে বিকাশ করা যাবে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

খবরে প্রকাশিত যে রিয়াদে মূল বৈঠকের পাশাপাশি দিমিত্রিয়েভের সঙ্গে অর্থনীতি ও বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সমকক্ষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কে ছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে সম্ভাব্য ব্যক্তি স্টিভ উইটকফ হতে পারেন। কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে গেলে, মস্কোয় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাস পরিচালনায় যেসব বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো উঠিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। কূটনৈতিক পরিসরে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে গেলে সেটা জরুরি।

বৈঠকের পর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে লাভরভ বলেন, 'বাইডেন প্রশাসন যেসব বাধা তৈরি করেছিল, সেগুলো দূর করা প্রয়োজন। কেননা, সেগুলো কূটনৈতিক কাজে বাধা তৈরি করে। এর মধ্যে ক্রমাগত বহিষ্কার (কূটনীতিকদের বহিষ্কার) এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত।'

ইউক্রেন নিয়ে বৈঠকে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো না গেলেও লাভরভ বলেন, 'আমরা শুধু শুনিনি, আমরা প্রকৃতপক্ষে একে অন্যকে মনোযোগ দিয়ে শুনেছি।' বৈঠকে ইউক্রেনের কোনো প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। ইউরোপের কোনো রাষ্ট্র কিংবা সংস্থার প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই প্রত্যাখ্যান ইউরোপের জন্য বজ্রঝড় বয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। ফ্রান্স তড়িঘড়ি করে 'জরুরি' বৈঠক (যদিও বৈঠকে ন্যাটোর সেই সব সদস্যরাষ্ট্রকে ডাকা হয়নি, যেগুলো ইউক্রেন যুদ্ধের বিরোধিতা করে) ডাকে।

ন্যাটো মহাপরিচালক মার্ক রুট প্যারিসের সেই বৈঠকে যোগ দেন। ন্যাটোর অনেক সদস্যরাষ্ট্রকে যেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, সেখানে কেন তিনি যোগ দিলেন, সেটা স্পষ্ট নয়।

প্যারিস বৈঠকে একটা ফলাফল এসেছে। সেটা হলো, ইউক্রেনে 'শান্তিরক্ষার' অংশ হিসেবে সেনা পাঠানোর ব্যাপারে ওয়াশিংটন ও লন্ডন প্রাথমিকভাবে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে ব্যাপারে কঠোর ভাষায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শান্তি রক্ষার কাজে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর জন্য যুক্তরাজ্য যখন প্রস্তাব দিয়েছিল, তখনই জার্মানি, ইতালি ও পোল্যান্ড বিরোধিতা করেছিল।

রিয়াদ বৈঠকের পর রাশিয়া এক বিবৃতিতে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করেছে যে শান্তিরক্ষী হিসেবে ন্যাটোর সেনাদের তারা স্বাগত জানাবে না। বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে লাভরভ বলেছেন, ইউক্রেনের জন্য কথিত তিন ধাপের পরিকল্পনাটি ভুয়া। কথিত পরিকল্পনা মার্কো রুবিওর নামে ছড়িয়েছে। কথিত এই পরিকল্পনার তিনটি ধাপ হলো, যুদ্ধবিরতি, ইউক্রেনে নির্বাচন ও চূড়ান্ত চুক্তি। রিয়াদে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুদ্ধবিরতি অথবা ইউক্রেনের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, সেটা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। সব দায়িত্বশীল গণমাধ্যমে যে খবর বেরিয়েছে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একটা বন্দোবস্তে পৌঁছাতে সম্ভাব্য শর্তগুলো মূল্যায়নের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এ নিয়ে দুই পক্ষ যদি একমত হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

কোনো ভণিতা কিংবা দোষারোপ ছাড়াই অত্যন্ত পেশাদারত্বের সঙ্গে রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার উচ্চপর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বড় একটা পরিবর্তন।

স্টিফেন ব্রায়েন এশিয়া টাইমস-এর বিশেষ সংবাদদাতা এবং মার্কিন প্রতিরক্ষাবিষয়ক সাবেক ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

সমাজসেবার জন্য পুরস্কৃত মালদার টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুল

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: শনিবার কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েল সভাঘরে এক অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় অবদানের জন্য 'নতুন গতি;' পুরস্কার দেওয়া হল মালদহের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুলকে। সম্প্রতি এই টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুল বিগত দশ বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় বরাবরই রাজ্যে স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহু শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে এবং সুনামের সাথে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চলেছে টার্গেট পয়েন্ট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্য থেকেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। এছাড়াও সামাজিক কাজেও এগিয়ে রয়েছে টার্গেট। করোনা ভাইরাসে যখন জর্জরিত গোটা দেশ। তখন এলাকার বহু অসহায় মানুষের দুয়ারে অন্ন পৌঁছে দেওয়া এবং গত বছরের মানিকচকের ভুতনির বন্যা কবলিত মানুষদের পাশেও মানবিকতার হাত বাড়িয়েছেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা। গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করাতে সমস্ত খরচ বহন করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা সেবার পাশাপাশি সামাজিক কাজেও অভূতপূর্ব অবদানের জন্যেই কলকাতায় সমাজসেবায় পুরস্কৃত হলেন। টার্গেট পয়েন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজির হোসেনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জীবনবাদী লেখক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক নুর।

উজান ধারার মাতৃভাষা দিবস পালন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২১ এ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায় মুরারই এর শিশু পাঠ ভবন ,বাঁশলৈ এলাকায় উজান ধারা সাহিত্য গোষ্ঠীর উদ্যোগেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং অমর ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উজান ধারা সাহিত্যগোষ্ঠীর উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক মতিয়ার রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মন্ডলী সদস্য স্বনামধন্য কবি আব্দুল লতিফ, শিক্ষক সুখেন্দু কাদিয়া, মহম্মদ নিজাম উদ্দিন, পত্রিকার সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষক চঞ্চল শেখ সহ এলাকার সাহিত্যানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে উপস্থিত প্রত্যেকে অমর একুশে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন ও মাউথ অর্গান প্লে করেন শিক্ষক চঞ্চল শেখ।

পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পতিরাম নাগরিক ও যুব সমাজ এর আয়োজনে পতিরাম মনোরমা পল্লী পাঠাগারে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সাথে সংস্থার সপ্তম বর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। ভাষা শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংস্থার সদস্যাদের দ্বারা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ভাষা দিবস সংক্রান্ত বক্তব্য রাখেন কবি নির্মল রঞ্জন চৌধুরি। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্নেহা আক্তার, মানালি সাহা, জিতোশ্রী প্রামাণিক, সুরশ্রী সরকার, আশাদিয়া মন্ডল, স্পৃহা মন্ডল। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নীহার রঞ্জন শীল, প্রীতি শীল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনন্যা চৌধুরি, রাজশ্রী মালাকার, মনোজ মন্ডল, প্রীতি শীল, জিতোশ্রী প্রামাণিক। নৃত্য পরিবেশন করেন কুহেলি সরকার। সঙ্গতে ছিলেন শুভব্রত মুখার্জি। কবি সোহেল ইসলামকে 'পতিরাম অনন্য সম্মান-২০২৪' প্রদান করা হয়।

আন্ধারিয়া জামেউল উলুমে বার্ষিক অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বাজারগাঁও এক নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আন্ধারিয়া জামে উল উলুম মাদ্রাসায় শনিবার এক বর্ণাঢ্য বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক বিশেষ মাত্রা লাভ করে। এদিন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা গজল, হামদ, নাত, বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য, শিক্ষামূলক নাটক, প্রদানসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম, বিশিষ্ট সমাজসেবক আব্দুল কাদের হাজী, বাজারগাঁও এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি আব্দুল মাজেদ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোহাম্মদ চারু, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জামিরুল ইসলাম, সম্পাদক আবুল হোসেন, সভাপতি আজিজুর রহমান, সহ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ সহ আরও অনেকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন এবং ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে এ ধরনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে সকলে একমত হন।

বিচ্ছিন্ন এলাকায় প্রথম উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগের অপেক্ষায় মাইলবাসা গ্রামের বাসিন্দারা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেও এ যেন এক বিচ্ছিন্ন গ্রাম। অ্যাম্বুলেন্স হোক বা যাত্রীবাহী গাড়ি, গ্রামে ঢুকতে পারেনা কোনোটাই। না, এই গ্রামটি কোনো চর এলাকারও নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা এক ব্লকের মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মাইলবাসা গ্রাম। মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থান করলেও তা মূল ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বলা যায়। একদিকে রেললাইন, অপরদিকে গোবরানালা বিল। বিলের উপর নেই কোনো স্থায়ী সেতু, এমনকি ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করে এখানকার বাসিন্দারা। এর সাথে আরও প্রায় ১০ টি গ্রামের মানুষ রেললাইন পারাপার করে রাজ্য সড়কে পৌঁছায়। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও সেখানে প্রথমবারের মতো উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছেছে মাস দু'য়েক আগে। মহিষাস্থলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাব্বির আহমেদ বলেন, "এলাকাটি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও সেখানে বহু চেষ্টার পর একটি ঢালাই রাস্তা করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রথম ওই পাড়ায় কোন উন্নয়ন পৌঁছাতে পেরেছি। আগামী দিনে সেখানকার জন্য আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, বিংশ শতকের শেষের দুই দশকে ভগবানগোলা ও আখরীগঞ্জ এলাকায় ভয়াবহ ভাঙন দেখা দেয়। সেই ভাঙনে ঘরবাড়ি হারিয়েছিল বেশ কয়েকটি গ্রামের হাজার হাজার পরিবার। তাদের কেউ ভগবানগোলা রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল কলোনি, কেউ মুর্শিদাবাদ শহরের এস্টেটের জায়গায়, আবার কেউ বিচ্ছিন্ন কোনো এলাকায় নিজেদের ঠিকানা তৈরী করেন। আখরীগঞ্জের ভাঙনে সবকিছু হারিয়ে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ প্রকৃতির অঞ্চলটি তে বাসা বেঁধেছিলো অসংখ্য পরিবার। তাই লোকমুখে এই গ্রামটির নাম হয় মাইলবাসা। এই গ্রামটি বা পাড়াটি মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর-টুলটুলিপাড়া বুথের একটি অংশ। এই বুথে কয়েকশো পরিবারের বসবাস। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে পিছিয়ে রেখেছে। স্থানীয় বাসিন্দা আমিরুল

রহমান বলেন, "গত তিরিশ বছর থেকে বসবাস করছি আমরা, কিন্তু এখানে আজ অব্দি উন্নয়ন দেখতে পাইনি। এই প্রথমবার গত ডিসেম্বর মাসে একটা ঢালাই রাস্তা তৈরি করেছে পঞ্চায়েত।" অপর বাসিন্দা আইনাল হক বলেন, "আমাদের পাড়ায় কোন পানীয় জলের সংযোগ নেই, না আছে কোনো আলোর ব্যবস্থা। রাস্তা না থাকায় এম্বুলেন্স পর্যন্ত ঢুকতে পারে না এলাকায়। আধা কিলোমিটার হেঁটে রেললাইন পার করে তারপর রেললাইনের অন্য প্রান্তে এম্বুলেন্সে উঠতে হয়। স্থানীয় বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে সবটা জানিয়েছি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই রেললাইন পার করে খুব সহজেই ১১ নম্বর লালগোলা-বহরমপুর রাজ্য সড়কে পৌঁছানো যায়। রেললাইন থেকে রাজ্য সড়কের দূরত্ব মাত্র ২০০ মিটার। ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করা থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রেললাইনে একটি আন্ডারপাস করা হোক। তাহলে ওই গ্রামে এম্বুলেন্স সহ অন্যান্য গাড়ি ঢুকতে পারবে। অন্যদিকে গ্রামের পূর্ব দিকে রয়েছে গোবরানালা। রেল আন্ডারপাস এবং গোবরানালার উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হলে প্রায় ১৫ টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। এবিষয়ে প্রধান সাব্বির আহমেদ বলেন, "রেল দপ্তরকে বিষয়টি জানাতে বিধায়ক সাহেব উদ্যোগী হয়েছেন। এখানে একটি রেল আন্ডারপাস করার জন্য রেল কে চিঠি করবেন তিনি। পাশাপাশি সেতু নির্মাণের বিষয়ে ভাবা হচ্ছে।" ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার বলেন, "এলাকাটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা সেখানে যথাসাধ্য উন্নয়ন পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। মানুষের অভাব-অভিযোগ যা এসেছে বা বাসিন্দারা কি চাইছেন সবটা নির্দিষ্ট দপ্তরে সেই বিষয়ে কথা বলবো।"

রেল আন্ডারপাস এবং গোবরানালার উপর সেতু নির্মাণ হলে কেবলমাত্র মাইলবাসার মানুষ উপকৃত হবেন তাই নয়, বরং মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ১৫ টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। তাদের যাত্রাপথ প্রায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার কমে যাবে। আদৌও কি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে, নাকি এভাবেই সারাজীবন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দ্বীপে বসবাস করবে মাইলবাসার বাসিন্দারা, এখন সেটিই দেখার।

দিনের আলোতেই খুন, রাত পর্যন্ত দেহ আগলে রেখেছিলেন 'দে' ভাইরা

আপনজন ডেস্ক: ট্যাংরার ঘটনায় শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছে প্রণয় দে ও তার নাবালক ছেলের। তাদের শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। এদিকে প্রসণ দে-কে এখনও হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কতৃপক্ষ। দে পরিবারের ছেলেরা এখনও বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন। প্রণয় বয়ান দেওয়ার মত অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছিল চিকিৎসকেরা। সেইমত তদন্তকারীরা পৌঁছে যায় হাসপাতালে। বয়ানও রেকর্ড করা হয় প্রণয়ের। হাড়হিম করা তথ্য দিল প্রণয়। অবাক করা বিষয় হল ময়নাতদন্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রণয় দের বয়ান।হাসপাতালে ভর্তি প্রণয়ের প্রাথমিক ভাবে বয়ান অনুযায়ী, মঙ্গলবার বেলার দিকেই 'খুন' হয়েছিলেন সুদেষ্ণা দে, রোমি দে এবং প্রিয়ম্বদা দে। সোমবার

রাতে ঘুমের ওষুধ মেশানো পায়েস খাওয়ার পরে মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙে দুই ভাইয়ের।তার পরেই খুন করা হয় তিন মহিলা সদস্যকে। এদিকে ওই তিন জন মহিলা সদস্যের ময়নাতদন্ত হয়েছিল বৃহস্পতিবার। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ময়নাতদন্তের ৩৬ থেকে ৪৮ ঘন্টা আগে মৃত্যু হয়েছে সুদেষ্ণা, রোমি, প্রিয়ম্বদার। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রণয়ের দাবি মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলার দিকেই 'খুন' করা হয়েছে ওই তিন জনকে। পুলিশ সূত্রে খবর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর প্রণয়ের বয়ানের সত্যতা যাচাই করবেন গোয়েন্দরা। প্রণয়ের পরে এবার প্রসূনের বয়ান পেতে চাইছে পুলিশ। একের পর এক প্রশ্ন উঠছে, তার পরে কী ঘটেছিল দে বাড়িতে? রাতে বাড়ি থেকে বার হওয়ার আগে কী করেছিলেন দে ভাইরা? তবে কি দেহ নিয়েই বাড়িতে ছিলেন তাঁরা? পাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মঙ্গলবার রাত ১২ টা ৫১ মিনিট নাগাদ ট্যাংরার অটল শূর রোডের বাড়ি থেকে কিশোর প্রতীপ দে-কে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দুই ভাই প্রণয় এবং প্রসূন শূর। মাঝে ওই সময়ে কী চলেছিল দে বাড়ির অন্দরে? বাড়িতে তিন মহিলার দেহ নিয়েই কি বেলা থেকে রাত পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন বাকি তিন সদস্য? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে প্রসূনের বয়ান রেকর্ড করবে গোয়েন্দারা। প্রণয়ের সঙ্গে পুলিশ কথা বললেও তাঁর সঙ্গে এখনও কথা বলতে পারেনি।

ভারসাম্যহীনকে বাড়ি ফেরালেন ট্রাফিক ওসি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুলিশের মানবিক উদ্যোগে পরিবারে ফিরলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী থানার কনকনদিঘী গ্রামের বাসিন্দা সুখেন্দু বৈদ্য। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গলসি থানায় এলে, পুলিশ সুখেন্দু বৈদ্যকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। শুধু তাই নয়, ট্রাফিক ওসি নিয়ামতুল্লাহ মহম্মদ ইব্রাহিম মানবিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই তাকে বাসে তুলে দিতে আসেন। এমনকি বাসভাড়াও মেটান নিজের পকেট থেকে। তার এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন এলাকাবাসী।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ৪৮ বছর বয়সী সুখেন্দু বৈদ্য মানসিক ভারসাম্যহীন। তিনি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আচমকা বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে, গত শুক্রবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের কুলগড়িয়া মোড়ে বারবার

১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হতে দেখে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ার প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনিই ট্রাফিক ওসি নিয়ামতুল্লাহ মহম্মদ ইব্রাহিমকে খবর দেন।

ওসি নিজ উদ্যোগে তার নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করেন এবং রায়দিঘী থানার সহযোগিতায় সুখেন্দু বৈদ্যের এক আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন সুখেন্দু বাবুর দুই নিকট আত্মীয় এসে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। পুলিশের এমন মানবিক কাজের প্রশংসা করেছেন সুখেন্দু বাবুর আত্মীয় শম্ভুনাথ হালদার ও অনিল নস্কর।

দু'বছর নিখোঁজ যুবককে পরিবারের কাছে ফেরাল মগরাহাটের পুলিশ

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মধ্যপ্রদেশের এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল মগরাহাট থানার পুলিশ। বেশ কয়েকদিন আগে মগরাহাট থানা এলাকায় উদ্দেশ্য প্রণোবিতভাবে এক যুবক ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এলাকায় টহল দেয়ার সময় মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক পীযুষ কান্তি মন্ডলের নজরে আসে ওই যুবক। এরপর মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ওই যুবককে মগরাহাট থানাতে নিয়ে আসে। ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলে মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকার কি বুঝতে পারে যে ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। ওই যুবকের পরিবারের সন্ধান চালানোর জন্য তৎপর হয় মগরাহাট থানার পুলিশ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সূত্র মারফত ওই যুবকের ছবি নিয়ে শুরু হয় ওই যুবকের পরিবারের খোঁজ। অবশেষে সন্ধান

মেলে ওই যুবকের পরিবারের। অবশেষে পুলিশ জানতে পারে ওই যুবকের বাড়ি মধ্যপ্রদেশের ফরিদাবাদে ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ রশিদ। পুলিশ আরো জানতে পারে ওই যুবক গত দু'বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এরপর মগরাহাট থানার পুলিশের তরফ থেকে ওই যুবকের পরিবারকে খবর দেয়া হয় । খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে মগরাহাট থানাতে এসে হাজির হয় ওই যুবকের ভাই। দু'বছর আগে হারিয়ে যাওয়া দাদাকে দেখে চিনতে বিলম্ব করেনি রশিদের ভাই মোহাম্মদ ফারহাদ। এরপর ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পরিবারের হাতে তুলে দেয় মগরাহাট থানার পুলিশ। এ বিষয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক রশিদের ভাই মোঃ ফারহাদ তিনি জানান, গত দু'বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় তার দাদা। মানসিক ভারসাম্যহীন থাকার কারণে প্রায় সময় বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় কোন সময় দিল্লি কোন সময় ফারিদাবাদ রেল স্টেশনে চলে যেত তার দাদা। এবার কিভাবে পশ্চিমবাংলায় এসে পৌঁছেছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু কোন সন্ধান পায়নি। অবশেষে কয়েকদিন আগে মগরাহাট থানা থেকে আমাদেরকে ফোন করা হয় যে আমার দাদা মগরাহাট থানাতে রয়েছে। এরপর আমরা চলে আসি মগরাহাট থানাতে এসে মগরাহাট থানা থেকে আমার দাদাকে আমরা উদ্ধার করি। আমার দাদাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মগরাহাট থানার পুলিশ আধিকারিককে ধন্যবাদ জানাই।

পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল গঙ্গাধরপুর বি এড কলেজ ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে।এদিন সভার সভাপতিত্ব করেন পাঁচলা কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক গুলশান মল্লিক সাহেব। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্য আলাকাশ মুর্শেদ সাহেব, পাঁচলা ব্লকের বিডিও অতনু ভট্টাচার্য বাবু ,

ও সমিতির অন্যান্য সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ গণ, কেন্দ্রের সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, কেন্দ্রের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতি গণ।এছাড়াও কেন্দ্রের কুলাই স্বাস্থ্য অধিকর্তা ।এদিন গঙ্গাধরপুর বি এড কলেজ সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত এই সভায় পাঁচলা কেন্দ্রের সমস্ত অঞ্চলের কর্মী ও সমর্থকগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিন সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ডাঃ আবুবক্কর মল্লিক সাহেব বিগত এক বছরের বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন ফান্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নের খতিয়ান তথ্য তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও সবিস্তারে প্রকাশ করেন ।

অসুস্থ মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষার ব্যবস্থা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত হাই মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে। শুক্রবার রাত ২ টায় হঠাৎ প্রচন্ড জ্বর এবং পেটে যন্ত্রণা নিয়ে আবতাহিয়া খাতুন ভর্তি হয় মেটিয়াব্রুজ সুপার স্পেশালিটি সরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালে ভর্তি এই অসুস্থ ছাত্রীটি সাতঘরা হাই মাদ্রাসার ছাত্রী। এবছর হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে আকড়া হাই মাদ্রাসায়। শুক্রবার যেহেতু পরীক্ষা ছিল না কিন্তু শনিবার ছিল জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন ওই অসুস্থ ছাত্রীর পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ওই ছাত্রীর পাশাপাশি পরিবারের লোক একটি বছর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন ওই ছাত্রীর হাসপাতালে ভর্তির বিষয়টি

আকড়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোফাজ্জল আহমেদ এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ডিএলএসি মেম্বার তথা শিক্ষক মতিয়ার রহমানকে শুক্রবার বিষয়টি জানালে মতিয়ার রহমান পুরো বিষয়টি পর্ষদ সভাপতিকে বলেন এবং বোর্ড সভাপতির নির্দেশ মতো মাদ্রাসা পর্ষদের ডিএলএস সি মেম্বার মতিয়ার রহমান ইন ভিজিলেটর হয়ে মহেশতলা থানার এসআই আবু রশিদ মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সিল প্যাকেটে প্রশ্ন নিয়ে হাসপাতালে সময় মতো পৌঁছে যান।

চেঙ্গাইলে ভাষা দিবস পালিত

এম এ মনু ● চেঙ্গাইল

আপনজন: বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও শিক্ষা অনুরাগী আব্দুল বারী মোল্লা স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল চেঙ্গাইলে। এসম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিমল কুমার মন্ডল, রোজিনা খাতুন, মহাম্মদ ঈশা হক মল্লিক, খুশবু আলি, সাদিক হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে এক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জিনিয়া সুলতানা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাতৃভাষা দিবস তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ও আলোচনা সভা। সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে । বিদ্যালয়ের পরিচালক মহ: মিনাউল ইসলাম বলেন, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে আমাদের শিক্ষার্থীদের সচেতন করা খুবই জরুরি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজাম হোসেন কথায়, 'এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার প্রতি আগ্রহ ও জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে । বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল নাইমাতুন ইরিনা বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ।'

অনুব্রতর হাত ধরে সূচনা হল ব্রজ-দুর্গা মেলা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সালবাদড়া গ্রামে চলছে ব্রজ -দুর্গা মেলা। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ৩৭ বছর আগে এই মেলার সূচনা করেন ব্রজ মুর্মু ও দুর্গা মুর্মু নামে এই দুই ব্যক্তি স্মরণার্থে। এই ব্রজ মুর্মু ও দুর্গা মুর্মু ছিলেন এই এলাকার আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রতীক। তাদের স্মরণে প্রতি বছর কলরবে বেড়ে চলেছে মেলা। শনিবার বিকেলে থেকে চার দিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও (এস আর ডি এর চেয়ারম্যান) মাননীয় অনুব্রত মণ্ডল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ব্রজ দুর্গা এই এলাকার মানুষের জন্য পানীয় জল নিয়ে বহু আন্দোলন করেছেন। তার নামে একটি বাঁধ রয়েছে।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি স্বর্ণলতা সরেন, কর্মাধ্যক্ষ বিশ্ব বিজয় মাড্ডি, রবি মুর্মু, বিগাঁওতা নেতা রবিন সরেন, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে , রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌরব সিকদার, রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত (টিংকু), পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহুয়া সাহা, বিডিও রবি কুমার মিনা প্রমুখ।

ভাষা দিবস পালন স্বেচ্ছা সেবী সংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা 'ইচ্ছে উড়ান' এর পক্ষ থেকে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । গোবরডাঙা শ্রী চৈতন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইচ্ছে উড়ানে'র '৫ টাকার পাঠশালা'র শিশু দের সাথে নিয়ে মাতৃ ভাষা দিবসে মেতে ওঠে সংস্থার কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে ইচ্ছে উড়ান এর কর্নধার পার্থ অধিকারী বলেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির আবেগের দিন, আজকের দিনের গুরুত্ব পরবর্তী প্রজন্ম কে বোঝানোর উদ্দেশ্যেই ইচ্ছে উড়ান এর পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর
- নিবন্ধ: মোবাইল আসক্তি বাড়িয়ে তুলছে সামাজিক মাধ্যমে সর্বদা ভেসে থাকার প্রবণতা
- অণুগল্প: একটি বাগানের গল্প
- কিতাব মহল: রুবাই শবনম -এর উপন্যাস “সাত পাথরের নাকছাবি”
- ছড়া-ছড়ি: শপথ

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো শেষ মুঘল সম্রাট

বাহাদুর শাহ জাফর

মুঘলরা যেখান থেকে যেভাবেই আসুক, ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের জেগে উঠার, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে জড়িয়ে আছে বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত হাহাকার ও বেদনার ইতিহাস। লিখেছেন **নয়ন আসাদ।**

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহিরুদ্দীন বাবরের ১৯তম উত্তরসূরী শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর মৃত্যুর আগে সুদূর রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় বেদনার্ত হয়ে লিখলেন,

“কিৎনা বদনসিব হ্যাঁয় জাফর... দাফনকে লিয়ে দোগজ জামিন ভি মিলানা চুকি ক্যোয়ি ইয়ার মে।”

অর্থাৎ,

“কী দুর্ভাগ্য জাফরের, স্বজনদের ভূমিতে তার দাফনের জন্য দু’গজ মাটি, তাও মিলল না”।

শত বছর পর ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মায়ানমার সফরে গিয়ে তার সমাধি সৌধ পরিদর্শন করে পরিদর্শক বইতে লিখলেন,

“হিন্দুস্তানে হয়তো তুমি দু’ গজ মাটি পাওনি। কিন্তু তোমার আত্মত্যাগ থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল। দুর্ভাগ্য তোমার নয় জাফর, স্বাধীনতার বার্তার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সুনাম ও গৌরবের সঙ্গে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে”।

রাজীব গান্ধীর মন্তব্যে এক বিন্দুও অতিরঞ্জন ছিল না। মুঘলরা যেখান থেকে যেভাবেই আসুক, ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের জেগে উঠার, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে জড়িয়ে আছে বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত হাহাকার ও বেদনার ইতিহাস।

জন্ম ও শৈশব

তার পুরো নাম ছিল আবুল মুজাফফার সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ গাজী। উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি সমধিক পরিচিত বাহাদুর শাহ জাফর নামে। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অধিপতি, যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার। পুনর্জাগরণের। মুক্তির স্বপ্নে বিভোর উপমহাদেশের আপামর মানুষ নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তাকে।

বাহাদুর শাহ জাফর ১৮তম মুঘল সম্রাট মইনুদ্দীন আকবর শাহের দ্বিতীয় সন্তান। তিনি ইতিহাসে সম্রাট দ্বিতীয় আকবর নামে সমধিক পরিচিত। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ১৮০৬ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন ছিলেন। আর দ্বিতীয় আকবরের পিতা ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। তখন যদিও ব্রিটিশ আগ্রাসনে মুঘল সম্রাটদের সার্বভৌমত্ব দিল্লীর লাল কেল্লাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল।

বাহাদুর শাহ জাফরের জন্মও হয়েছিল লাল কেল্লায়। ১৭৭৫ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার মা ছিলেন সম্রাজ্ঞী লাল বাঈ। ব্যক্তিগতভাবে বাহাদুর শাহ জাফর একজন গুণী মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার, আধ্যাত্মিক কবি ও ধর্মীয় সাধক হিসেবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ

বাহাদুর শাহ জাফর যখন সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন তার বয়স ৬২ বছর। ১৮৩৭ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সিংহাসনে বসেন তিনি। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা। তার পিতামহের সময় থেকেই মুঘল সম্রাটরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পেনশনভোগী হয়ে পড়েছিল। মুঘল কর্তৃত্ব তখন লাল কেল্লার চার দেয়ালে বন্দী। প্রচণ্ড প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্য তখন ইংরেজদের পদানত। ইংরেজরা ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেই চলছিল। মুদ্রা থেকে সম্রাটের নাম বাদ দেওয়া, দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করা সহ ধীরে ধীরে মুঘলদের নাম সমূলে উৎখাতে সচেষ্ট হলেও সম্রাট হওয়ার পর বাহাদুর শাহ জাফর জানতেন তার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু কিছুই করতে না পারার হতাশা আর হাহাকার ভুলে থাকতে তিনি কাব্যচর্চায় সময় কাটাতেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের কবি। তার অনেক কবিতা এখনো উচ্চারিত হয় মুখে মুখে।

সিপাহী বিদ্রোহ

বাহাদুর শাহ জাফর হয়তো শেষ কয়েকজন মুঘল সম্রাটদের মতো ইতিহাসের পাতায় বেতনভোগী শাসক হিসেবেই হারিয়ে যেতেন। কিন্তু ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসায় ইতিহাসে তিনি জায়গা করে নিলেন অনন্য মর্যাদায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মনে জায়গা করে নিলেন স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে। যদিও এর জন্য তাকে ভোগ করতে হয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ, নির্যাতন; হারাতে হয়েছে সন্তান, সম্পত্তি, রাজ্য-সবকিছু।

লাল-কেল্লার মধ্যে আবদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তার বয়স তখন প্রায় ৮২ বছর। পলাশীর যুদ্ধের পর কেটে গেছে ১০০ বছর। এই শত বছরে শুধুই শক্ত হয়েছে ইংরেজ শাসনের ভিত। ইংরেজদের অপশাসন, লুটপাট আর অত্যাচারে নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মানুষের হাহাকার তখন চরমে। এমন সময় মুক্তির স্বপ্নে জেগে উঠল সিপাহী-জনতা। জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহী সিপাহী-জনতা লাল কেল্লায় এসে সম্রাটকে অনুরোধ করলেন, ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। বৃদ্ধ সম্রাট বয়সের কারণে প্রথমে দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু, ভারতবর্ষে তখন তার চেয়ে সর্বজনবিদিত কিংবা গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাহীদের অনুরোধে অবশেষে রাজি হন তিনি।

বিদ্রোহীদের মধ্যে পড়ে যায় উৎসবের আমেজ। তারা বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নেন। গভীর রাতে ২১ বার কামানের তোপধ্বনির মাধ্যমে বৃদ্ধ সম্রাটকে ভারতবর্ষের স্বাধীন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সিপাহীরা একত্র হয়ে স্লোগান দেন-

“খালক-ই খুদা, মুলক ই বাদশাহ, হুকুম-ই-সিপাহি।” অর্থাৎ, “দুনিয়া আল্লাহর, রাজ্য বাদশার, হুকুম সিপাহীর।”

বিদ্রোহে বাহাদুর শাহ জাফরের ভূমিকা

বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার মাধ্যমেই সিপাহী বিদ্রোহ একটি রাজনৈতিক রূপ পায়। যার শুরুটা ছিল শুধু মাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তিনি সকল স্থানীয় শাসকদের চিঠি দিয়ে এ বিপ্লবে অংশ নেওয়ার আহবান জানান। এ বিদ্রোহে তার ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়ার বিষয় ছিল না। তিনি একটি যুদ্ধ কাউন্সিল গঠন করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, যারা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবে। বাহাদুর শাহ জাফর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এ সংবাদে উজ্জীবিত হয়ে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বারেলি, ঝাঁসি, বাংলা অঞ্চল সহ সারা ভারতবর্ষে ওঠে বিদ্রোহের জোয়ার। এ যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের তিন পুত্র- মির্জা মুঘল, মির্জা জওয়ান বখত ও মির্জা আবু বকর।

আকস্মিক একতাবদ্ধ হওয়া নানা মতের ও নানা অঞ্চলের সিপাহীদের মধ্যে কোনো সৃশৃঙ্খল বন্ধন কিংবা ঐক্য ছিল না। যার কারণে তাকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হয়।

সুযোগসন্ধানী অপরাধীরাও এ বিদ্রোহের সুযোগে বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়। সিপাহীদের মধ্যে যাতে ঐক্য বজায় থাকে, সেজন্য তিনি সজাগ ছিলেন। সিপাহীদের মধ্যে সামরিক দক্ষতা ও অর্থাভাব ছিল প্রকট। যা এ বিদ্রোহের সফলতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ বিদ্রোহে তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সিপাহীদের খরচ মেটাতে তিনি তার সকল সম্পদ বিক্রয় করে দেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আসবাব-তৈজসপত্রও তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে তার পুত্র মির্জা মুঘল সিপাহীদের জন্য কিছু অর্থ চেয়ে লিখেছিলেন, তখন জাফর অসহায় হয়ে বলেছিলেন,

“মির্জা মুঘলের কাছে আমার ঘোড়ার সাজ, রূপার হাওদা, কুর্সিগুলো পাঠাও, যাতে মির্জা মুঘল সেগুলো বিক্রয় করে খরচ চালিয়ে নিতে পারে। আমার কাছে এছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।”

দিল্লীর পতন

দেশীয় রাজন্যবর্গের অসহযোগিতা, অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, অর্থাভাব, সামরিক দক্ষতার অভাব সহ নানা কারণে খেই হারিয়ে ফেলে সিপাহী-জনতার বিপ্লব। পাতিয়ালার রাজা কিংবা শিখদের মতো অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় ইংরেজদের পক্ষে।

ইংরেজদের সমন্বিত আক্রমণের মুখে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই দিল্লীর পতন মোটামুটি নিশ্চিতই হয়ে যায়। সম্রাটের চারপাশেও ব্রিটিশদের চর কিংবা তাদের পদলেহী অনেকেই বিদ্যমান ছিল। তারা সম্রাটকে আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করতে থাকেন। সম্রাট তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। ক্রমাগত পরাজিত হতে থাকা পলায়নপর বিশৃঙ্খল বাহিনীর প্রতি তখন তার তেমন আস্থা ছিল না।

১৮৫৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, দিল্লীর লাহোরী গেট, সিকলাল কেল্লা, জামে মসজিদ ইত্যাদি অবস্থানে সিপাহীদের পতন ঘটে। এসব জায়গায় নৃশংসভাবে, নির্বিচারে হত্যা-লুণ্ঠন চালায় ইংরেজবাহিনী। বাহাদুর শাহ জাফর প্রথমে নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মাজারে অবস্থান নেন এবং পরে পরিবারের সদস্য ও প্রায় হাজারখানেক সিপাহীদের সাথে আশ্রয় গ্রহণ করেন পূর্বপুরুষ সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিতে।

সেনাপতি বখত খান, মৌলভী সরফরাজ আলী সহ অনেকেই সম্রাটকে দিল্লী ত্যাগ করার বিষয়ে অনুরোধ করেন। সম্রাট হয়তো তা-ই করতেন, কিন্তু মির্জা ইলাহী বক্স, হাকিম আহসানুল্লাহ খান সহ ইংরেজদের হয়ে কাজ করা অনেকেই তাকে একরকম বাধ্য করেন ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ সম্রাট ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাধ্য হলেন হাল ছেড়ে দিতে। ২১ সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি হডসনের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য তাকে পরিবারের সদস্যসহ গ্রেফতার করে।

মুঘল বংশের পতন

গ্রেফতারের আগে যদিও বন্দী সবাইকে সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হডসন, কিন্তু বিজয়ী বাহিনী হিসেবে তাদের এই প্রতিশ্রুতি পালন করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ইংরেজরা বাহাদুর শাহ জাফরের দুই পুত্র মীর্জা মুঘল ও মীর্জা খিজির সুলতান, তার নাতি মীর্জা আবু বকর সহ অসংখ্য মুঘল বংশধর, জাফরের দরবারের লোকজন এবং বিদ্রোহের পক্ষে থাকা সৈন্যদের নির্মমভাবে নির্বিচারে হত্যা করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, বরং তার দুই পুত্রের ছিন্ন-মস্তক সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুরতার নজির স্থাপন করে তারা। বৃটিশ ফৌজি কমিশনের দ্বারা ১৮৫৮ সালের জানুয়ারিতে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ মার্চ কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্রাটকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হত্যা ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত করে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়। বয়স বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি বলে কমিশনের সিদ্ধান্তে জানানো হয়। আর এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয় ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের ইতিহাস। এরপর ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে একেবারেই হারিয়ে যান মুঘলরা।

নির্বাসন

১৮৫৮ সালের অক্টোবরে সপরিবারে নেওয়া হয় রেঙ্গুনের পথে। ১৩ নভেম্বর তাদের নিয়ে আসা হয় এলাহাবাদে। সেখান থেকে জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রেঙ্গুনে। সেখানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির কক্ষে শুরু হয় ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নির্বাসন। আয়েশি জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাহাদুর শাহের শেষ দিনগুলো কাটতে থাকে নিঃসঙ্গতা, কষ্ট আর মানসিক যন্ত্রণায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মুঘল সালতানাতের হতভাগ্য সম্রাট দৈনিক ১১ টাকা বরাদ্দে দিনাতিপাত করতে লাগলেন সেই পরিত্যক্ত কাঠের ঘরটিতে।

মৃত্যু

শেষ জীবনে বাহাদুর শাহ নিজের সকল ব্যথা ভুলে থাকতে অধিকাংশ সময় স্রষ্টার ধ্যানে কাটাতেন। ১৮৬২ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর তিনি নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন,

“আমার কোনো বন্ধু আসেনি, যখন সময় এল।
মৃত্যুকে প্রশংসা করতেই হয়, কারণ সে একাই যথাসময়ে এল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।”

বাহাদুর শাহ জাফরের নীরব প্রস্থানের মাধ্যমে উপমহাদেশের ইতিহাসে যোগ হয় আরেকটি দীর্ঘশ্বাস। যদি বাহাদুর শাহ জাফর সফল হতেন, যদি সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ ভেঙে ফেলতে পারত ইংরেজ শাসনের শেকল, তবে হয়তো ভিন্ন হতো এই উপমহাদেশের ইতিহাস। কিন্তু সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় পরাজয়, বিষাদময় সমাপ্তিতে। এর সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিলেন হয়তো সম্রাট বাহাদুর শাহ নিজেও। শেষ সময়ে তিনি এক স্তবকে লিখেছিলেন,

“এই পৃথিবীতে আমি যদি কোনো সান্ত্বনা না পাই,
তাতে কী-ইবা আসে যায়?
এটুকু তো পেয়েছি আমি,
অর্থহীন কোনো নাম অর্জন করিনি।”

মোবাইল আসক্তি বাড়িয়ে তুলছে সামাজিক মাধ্যমে সর্বদা ভেসে থাকার প্রবণতা

সজল মজুমদার

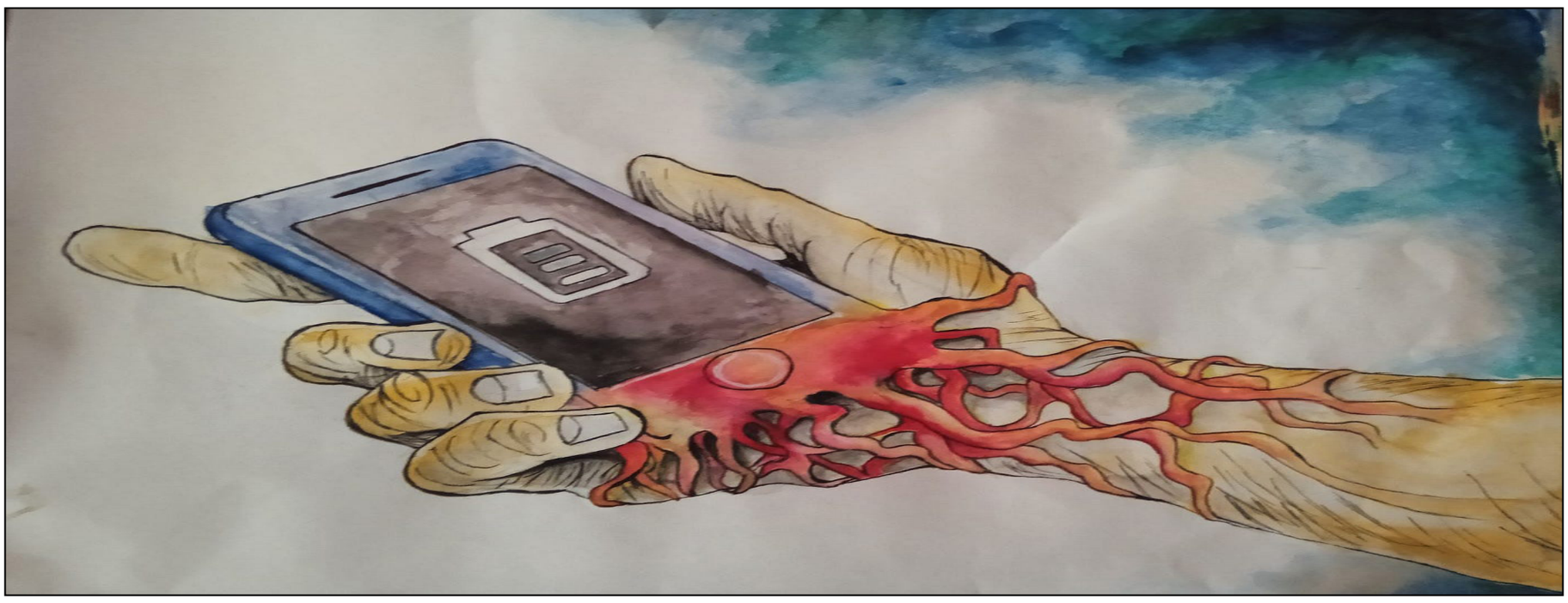

মানুষ সমাজবদ্ধ সামাজিক জীব। বৃহত্তর সমাজে সকলকে নিয়েই সকল মানুষ পারস্পরিকভাবে এগিয়ে চলেছে। সমাজে ভালো-মন্দ দুইটি দিক রয়েছে। প্রসঙ্গত বর্তমান সময়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ওপর ভর করে নবীন ও প্রবীণ প্রজন্ম একযোগে অপরিসীম বা আনলিমিটেড ইন্টারনেট প্যাক ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে সর্বদা মোবাইলে আসক্ত বা মত্ত হয়ে রয়েছে। স্কুল, কলেজের উঠতি ছেলেমেয়েরা অহরহ রিলস, আকর্ষণীয় ছবির পোজ পোস্ট করতে এখন সদা ব্যস্ত। অনেকেরই বিভিন্নভাবে ভাইরাল হওয়ার চরম নেশা যেন মাথায় চেপে বসেছে। খ্যাতি যে করেই হোক পেতে হবে। পাশাপাশি প্রবীণ প্রজন্মের সৃজনশীল মানুষেরাও সেখানে একেবারে পিছিয়ে নেই। নবীন প্রজন্মের সাথে তারাও সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে চলছে। তবে সমাজ মাধ্যমে প্রয়োজনীয়, কার্যকরী, উপকারী, তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পোস্টের গুরুত্ব যথেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই এসব পোস্ট জনমানসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। সমাজ মাধ্যম থেকে দৈনন্দিন শিক্ষণীয় নানান বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা যায়। অবশ্য সেটা ব্যবহারকারীর ইতিবাচক মানসিকতার ওপরেই নির্ভরশীল। তবে অফিসিয়াল কাজ বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে স্মার্টফোন নির্ভর। সেটা নিজ নিজ কর্মের দায়বদ্ধতার ওপর বর্তায়।

পাশাপাশি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক কিছু একটা পোস্ট করে অনেকেই সদা সর্বদা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কল্পনার জগতে ভেসে থাকার আকুল প্রচেষ্টায় ব্রতী। সমাজ মাধ্যম থেকে খানিকটা দূরে সরে চলে যাওয়ার হীনমন্যতাবোধ অনেকের মধ্যে কাজ করছে। ফোকাস থেকে দূরে সরে গেলে “আমাকে কেউ মনে রাখবে না” এরকম একটা মানসিকতা কাজ করছে। অথবা প্রতিনিয়ত পোষ্টের মাধ্যমে একটা সামাজিক মাইলেজ পাওয়ার আকুল ইচ্ছা কারো কারো মনের অন্দরে বিরাজমান।

অনেকের দিনের শুরু এবং শেষ ভার্চুয়াল জগতে যোগাযোগের মাধ্যমেই। সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল মানুষেরা সমাজ মাধ্যমে অবিরত পোস্ট করার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ইদুর দৌঁড়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকের সাথে শুধুমাত্র মেসেজ বা কমেন্টের মাধ্যমেই যোগাযোগ। বাস্তবে সেই মানুষগুলোর সাথে হয়তো বহুদিন আগে কোন এক সময়, কোন একদিন, কোনো একটি মুহূর্তে স্বল্প সময়ের জন্য দেখা বা কথা হয়েছিলো,বা হয়তো সাম্প্রতিক সময়ে দেখা হলেও ওপর ওপর দু এক কথায় ‘কথা শেষ।’ মনের অন্তরমহল সম্পর্কে একে অপরকে সম্পূর্ণ অজানা। অন্যদিকে কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই সংক্রান্ত পোস্টগুলোই করে থাকেন। আবার অন্য আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, যারা সমাজ মাধ্যমেই বিচরণ করছেন কিন্তু গোপনে- সন্তর্পনে। অর্থাৎ তারা ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারেই একান্ত নিজস্ব ভাবে গোপনীয় রেখে, সমাজ মাধ্যমে কোন প্রকার পোষ্টের ঝুরঝামেলা থেকে শত হস্ত দূরে থেকে অন্যের সকলের করা পোস্টগুলো অনুসরণ করে থাকেন। আসলে মোবাইল ম্যানিয়া সকল বয়সী বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই বর্তমানে রয়েছে,খুবই কম সংখ্যক মানুষ বর্তমানে স্মার্টফোন কাছে রেখেও স্মার্টফোনের কর্কশ শৃংখল থেকে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছেন। অনেকেই নীরবে মহৎ কাজ করে চলেছেন, যেগুলোর সমাজ মাধ্যমে কোন প্রচার নেই,আবার প্রচার পেতে অনেকে সমাজমাধ্যমকেই হাতিয়ার করছেন। মোদ্দা কথা, সমাজ মাধ্যমে সর্বদা ভেসে থাকার ভয়াবহ প্রবণতা মানুষকে অজান্তেই মানসিক এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ, অশান্ত, বিপদগ্রস্ত করে তুলছে।।

রুবাই শবনম -এর উপন্যাস “সাত পাথরের নাকছাবি”

এম রুহুল আমিন

“আমার মন ভালো নেই, সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে”. স্বামীর মঙ্গল কামনায় বিবাহিত নারীর নাকফুল বা নাকছাবি পরা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পুরনো ঐতিহ্য। আর এই নিয়ে কত আচার বিচার সংস্কার সমাজে প্রচলিত। রুবাই শবনমের সাত পাথরের নাকছাবি উপন্যাসের নায়িকা লুৎফার বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন জুড়ে এই নাকছাবি মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। নানা ঘটনা পরম্পরা, বর্তমান অতীত জীবনবোধ, বন্ধু-বান্ধব, শ্বশুরকুল, পিতৃকুল, সাংসারিক টানাপোড়েন ও শৈশবের স্মৃতিমেদুরাতায় মোড়া এক অনন্য সুন্দর অনুভবি সাহিত্য ছোঁয়া এই উপন্যাস সত্যিই পাঠককে মুগ্ধ করবে।

চরিত্র গঠন, ঘটনা পরম্পরা এমন ভাবে এগিয়েছে কখনো কখনো পাঠক তার মানসপটে নিজের ফেলে আসা শৈশব কৈশোর আর যৌবনের চিত্রগুলি খুঁজে ফেরে। ভিতরে ভিতরে আত্মক্ষরণ হয়। মন ফিরে যেতে চায় ফেলে আসা মধুর দিনগুলিতে।

উপন্যাস জুড়ে আট ও নয়ের দশক থেকে সমসাময়িক কালে পাল্টে যাওয়া মুসলিম সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়ে। যেখানে কিছুটা সংস্কার আচ্ছন্ন একটা সমাজ জীবনের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত সংস্কার মুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। আর তাকেই অনুসরণ করে বঙ্গের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, পাল্টে যাওয়া অনেক চিত্র ধরা পড়ে। এগুলি সাহিত্যে নিয়ে আসার সাহসী কলমচারীদের মধ্যে রুবাই শবনম অন্যতম। কখনো কখনো মনে হয়েছে লেখিকা তার জীবন উপলব্ধিকে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছেন। পরক্ষণেই মনে হবে জীবন যাপনের আপাত এত অনুচ্চারিত খুঁটিনাটি বিষয়কে গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ এবং পড়াশোনা না করলে তুলে আনা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন।

উপন্যাসের পরতে পরতে মুসলমানের ব্যক্তিগত ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরার এরকম অসম্ভব রকমের প্রচেষ্টা খুব কম সাহিত্যে এসেছে। কি নেই সেখানে! ঈমান আমল, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দোযখ বেহেস্ত, জানাজা-দাফন, হানাফি-আলে হাদিস, দেনমোহর, কবুল, তালাক আরো কত শত বিষয় সাবলীল ভাবে চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরায় উঠে এসেছে। তবে লেখিকা সম্ভবত প্রতিবেশী সমাজের কথা মাথায় রেখে খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে পাদটিকা হিসাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যদিও আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে এই পাদটিকা আর প্রয়োজন নেই। ঠিক যেভাবেই তিনি সাঁওতালি বা স্থানীয় রাঢ় অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে পাদটিকার প্রয়োজন মনে করেননি।

অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা হল এখন উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আর মূল ঘটনাগুলির কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন পাঠক ভেদে উপন্যাসের বিশ্লেষণ ও চরিত্র গুলির প্রকৃতি পাঠ কিছু তার ভিন্নতা থাকতে পারে আর সেটাই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে ৬০৪ পৃষ্ঠার দীর্ঘ উপন্যাসকে খুঁটিয়ে পড়ার জন্য একটু অবসর সময়কে বেছে নিতে হবে - তবেই এর সঠিক রস আস্বাদন করা যাবে।

উপন্যাসের মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র লুৎফা আর পাঁচটা মুসলিম মেয়ের মতো তার শৈশব কৈশোর কাটালেও রুচি মেধা মননে নিজস্বতা আছে। চিন্তাভাবনার মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অবশ্য আবেগ ও নারী সুলভ কোমলতা সমভাবে উপস্থিত। রাঢ় বাংলার শিমুলডিহি নামে কোন এক অখ্যাত গ্রামে বেড়ে ওঠা। মমতাজ, মেহের, টুম্পা, জাহাঙ্গীর, শামসের, আনোয়ার, সেলিমদের সঙ্গে পুতুল খেলা, মারপিট, দুষ্টুমি করতে

করতে দিন কেটেছে তাদের। বেড়ে ওঠার সঙ্গে গ্রামের বিশাল পদ্মদীঘি ও তার ঘাট জুড়ে হাসি কান্না ও সুখ দুঃখের কথকতা। শৈশব বাল্য পেরিয়ে এখন তারা যৌবনে। এরই মধ্যে লুৎফার সঙ্গে সেলিমের, মমতাজের সঙ্গে সামসের, আনোয়ারের সঙ্গে টুম্পার মন দেওয়া নেওয়া। ঘটনা দুর্ঘটনা সাসপেন্স শেষে মমতাজ ও সামসেরের, আনোয়ারের সঙ্গে টুম্পার প্রেম পরিনতি পায়। কিন্তু লুৎফা আর সেলিমের বিবাহ পর্যন্ত গড়াইনি। সেই নিয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাত আর বিরহ উপাখ্যান উপন্যাস জুড়ে।

হঠাৎ একদিন লুৎফার বিবাহ হয়ে যায় হাড়োলদিঘি গ্রামের পুরাতন বনেদি পরিবারের সন্তান রফিকের সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহ লুৎফা ও সেলিমকে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। এদিকে রফিকের পারিবারিক ঐতিহ্য বহনকারী সাতপাথরের নাকছাবি বিবাহের দিন তার ননদরা পরাতে গেলে লুৎফা বেঁকে বসে কারণ লুৎফা সেলিমের দেওয়া গোলাপি রঙের নাকফুল প্রতিশ্রুতি মতো পরতে চায়। যদিও এই নাকফুলটি কে দিয়েছে সেটি প্রথমদিকে অজ্ঞাত থাকে।

বিবাহের দিন থেকে সেই নিয়ে রফিকের পরিবারের সঙ্গে টানাপোড়েন। একসময় এই নাকছাবি হয়ে ওঠে উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি। এরই মাঝে কত লোকাচার সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাওয়া জীবনচিত্র ইতিহাস ঐতিহ্য গীত আলেখ্য জুড়ে রয়েছে উপন্যাসের পরতে পরতে।

অবশ্য অনেকগুলো চরিত্র তাদের প্রেম ভালোবাসা বিরহ আর অনেকগুলো মৃত্যু এবং সেগুলি এত দ্রুত ঘটেছে যা কিছুটা অস্বাভাবিক লেগেছে - এগুলি লেখিকা মূল বিষয়ককে ফোকাস করে একটু এড়িয়ে যেতে পারতেন। অবশ্য দীর্ঘ উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও কথোপকথন গুলি একেবারে নিখুঁত করে তোলা অনেক ক্ষেত্রেই অসাধ্য হয়ে যায়। যাকে মন দেওয়া তাকে না পাওয়া আর যাকে চেনে না জানে না তার সঙ্গে হঠাৎ করে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া! একটি মেয়ের পাল্টে যাওয়া জীবন চিত্র ও বাস্তবের সঙ্গে থিতু হওয়া লড়াই উপন্যাসটিক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে লুৎফর উপলব্ধিগুলি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায় -”বিয়েটা যেন একজনের ধড়ের সঙ্গে অন্যজনের মুণ্ডকে জুড়ে দেওয়া। যার সঙ্গে তার বিয়ে হল তাকে সে চেনে না। যে বাড়ির মানুষগুলোকে তার আপনজন বলা হচ্ছে তাদেরকে সে আগে কখনও দেখেনি। বাড়ির মানুষ, পাড়ার মানুষ, সমগ্র এলাকার মানুষ এমনকী এখানকার রাস্তাঘাটের মানুষ সবাই তার অচেনা। কোন একজন মানুষও তার মুখচেনা নয়। সে যেন তার নিজস্ব পৃথিবী থেকে ছিটকে এক ভিন্ন গ্রহে চলে এসেছে। লুৎফার মনে হত বিয়ে ব্যাপারটা এমনই যেন যে স্বাদটি তার অচেনা-অপ্রিয় সেই স্বাদটিকেই পছন্দ করানোর জন্য তাকে কোনকিছু দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জোর করে খাইয়ে যাওয়া হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সেই স্বাদটি সহ্য করতে পেরে নিজের হাতে তুলে খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মোট কথা বিয়ে মানে অভ্যাস শুরু হয়ে যাওয়া। বিয়ে মানে হঠাৎই একদিন সমস্ত পুরাতন অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। আর অসংখ্য নতুন অভ্যাস হুড়মুড় করে মাথায় ঘাড়ে চেপে বসবে। বিবাহিত নব দম্পতির সমস্ত নতুন অভ্যাসে অচিরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার নামই সুখী দাম্পত্য। ”

কেন্দ্রীয় চরিত্র লুৎফার পাশাপাশি রফিক, সেলিম, মমতাজ, শামসের ও মেহের চরিত্রগুলিও পাঠকের মনে অনেক দিন স্থায়ী হবে।

মধুরেন সমাপয়েৎ এর মত একসময় সেলিম লুৎফার হাতে রফিকের পারিবারিক ঐতিহ্য বহনকারী সাত পাথরের নাকছাবি ফিরিয়ে দিয়ে নতুন করে লুৎফা রফিকের দাম্পত্য জীবনে সাত রাঙা বাঁধনকে পক্ত করে দেয়। কিভাবে সেলিমের হাতে এল সেই সাত পাথরের নাকছাবি? সেটা নাইবা বললাম আসুন সেই রহস্য উদঘাটন করতে রুবাই শবনমের” সাত পাথরের নাকছাবি” উপন্যাসটি পড়ে দেখি। রয়েছে আরো কয়েকটি সাসপেন্স। আর সঙ্গে জীবন ও যাপনের অনুভবি সাহিত্য।

এক্ষণে রফিক লুৎফার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে - লুৎফার মুখটা যেন বৃষ্টি স্নাতক কেতকীর মতোই কমনীয় স্নিগ্ধ..... নাকে অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করছে সাত পাথরের নাকছাবিটা।

কিতাব মহল

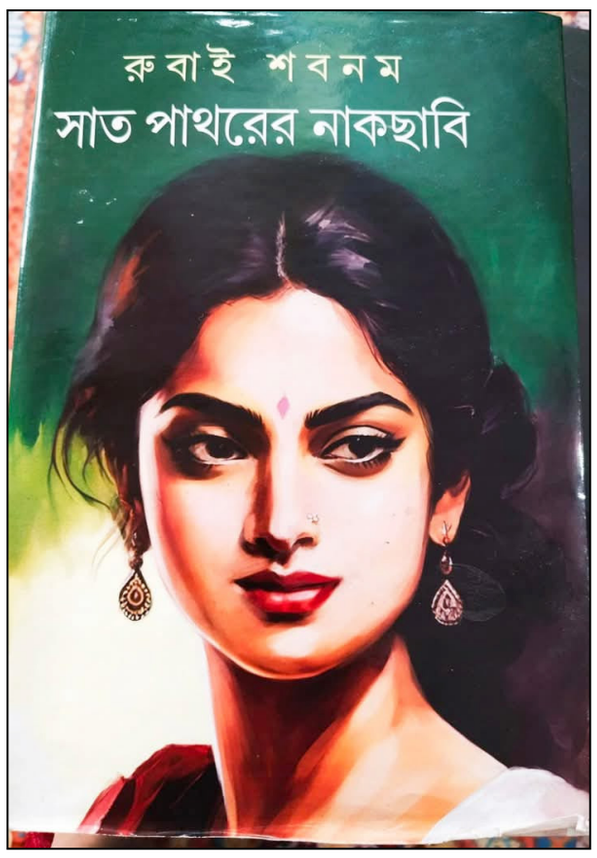

বর্তমান সময়ের কণ্ঠস্বর; ‘সময়ের সংলাপ’

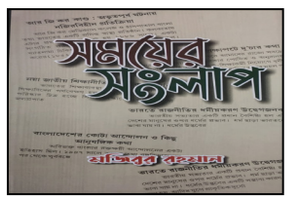

মহ. মোসাররাফ হোসেন

বলিষ্ঠ প্রাবন্ধিক মজিবুর রহমানের প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘সময়ের সংলাপ’ কেবল প্রবন্ধের সংকলনই নয়; গ্রন্থটি সময়ের দর্পণ, সময়ের কণ্ঠস্বরও ! মার্চ ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ গুলিকে বাছাইকৃত পঞ্চাশটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ ‘সময়ের সংলাপ’! সমসাময়িক ও আবহমান কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই প্রবন্ধ গুলি লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক মজিবুর রহমান সাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, আইন ও সংবিধান, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয় আত্মসচেতন ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন; যা ঋজু, বিশ্লেষণাত্মক, যুক্তি-গ্রাহ্য সাহিত্য রস সমৃদ্ধ। প্রবন্ধের রচনারীতি ঠাস বুনট, এক শ্বাসে পড়া যায়। প্রবন্ধ গুলিতে তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে নিরপেক্ষভাবে সত্য উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের সামাজিক সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধ গুলিতে উত্তরণের পথ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা সুচারুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক মজিবুর রহমান আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় ও ব্যক্তি অনুভূতিকে সামাজিক বৃহত্তর স্তরে বিস্তৃতি দান করেছেন তাঁর লেখা এই প্রবন্ধ গুলিতে! মজিবুর রহমান পেশায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক এবং নেশায় লেখক। শিক্ষকতাকে তিনি কেবল বেশা নয় ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন পাশাপাশি লেখালেখি কে তার সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। অলসতাকে তিনি কখনোই আশ্রয় দেননি। ফলে শিক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখির কলম তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তার পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৫ এ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় গত ২রা ফেব্রুয়ারি ‘সময়ের সংলাপ’ তাঁর প্রকাশিত ষষ্ঠতম গ্রন্থ। ‘সময়ের সংলাপ’ গ্রন্থে অন্যতম প্রবন্ধ গুলি হল ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বৃত্তান্ত’, ‘কাজী নজরুল ইসলাম এক আঁধারে অনেক কিছু’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর চিন্তা’ এবং ‘বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এ আনন্দ কোথায় ?’ ‘ভাষা আন্দোলন আজও চলছে’, ‘নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে ফাঁক ও ফাঁকি’, ‘মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি’, ‘বাংলায় অমুসলিমদের ইসলাম চর্চা’, ‘মনীষীদের বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ বিতর্ক’, ’নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপট’, ’সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বাস্তবতা’, ‘বাংলাদেশের কোটা আন্দোলন ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা’, ‘বিকৃতির পর ইতিহাস অস্বীকারের চেষ্টা’, ‘ভারতের রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণ উদ্বেগজনক’, ‘বাংলা ভাগের বিদঘুটে প্রস্তাব’, ‘গান্ধী-নেহেরু পদবী বিতর্ক’, ‘মহিলা সংরক্ষণ ও সদিচ্ছা’, ‘নিয়োগ দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে দু-চার কথা’, ’গণতন্ত্রের প্রসারে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা’, ‘ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একাধিক অসুখে ভুগছে’, ‘যৌন হিংসা এক বড় সামাজিক ব্যাধি’, সিএএ, ২০১৯: প্রয়োগের অনুপযোগী বিভেদকামী আইন ইত্যাদি! প্রবন্ধ গুলিতে মানব জীবনের সত্য উন্মোচিত হয়েছে। লেখক যেভাবে ভাবকে ভাষাতে রূপদান করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে লেখাগুলি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর যুক্তি, বিশ্লেষণ, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা প্রবন্ধ সংকলন ‘সময়ের সংলাপ’ বর্তমানের পাঠক লেখক শিক্ষক অধ্যাপক ও গবেষকদের কাছে দলিল হয়ে থাকবে বলে মনে করি।

একটি বাগানের গল্প

শংকর সাহা

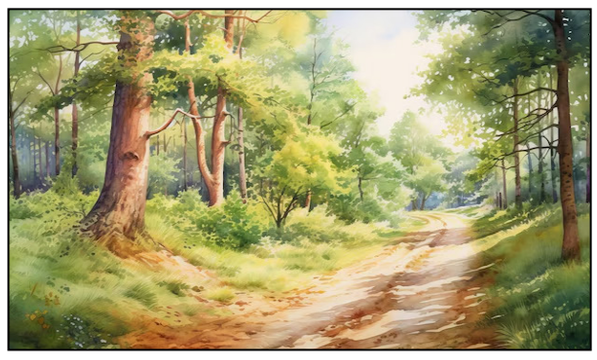

সে দিন স্কুল থেকে এসেই তিতলি জেদ ধরে। বাবা-মার সাথে দার্জিলিং এ ঘুরতে যাবেনা সে। দাদান-ঠাকুমার সাথে সে বাড়িতেই থাকবে। তিতলির কথা শুনে তার মা কুহেলিদেবী অবাক হয়ে যায়।যে মেয়েটি এতোদিন ধরে বায়না ধরেছিল ঘুরতে যাবে দার্জিলিং এ আজ তারই মুখে না!

‘ কি রে তিতলি হঠাই এমন কথা বলছিস? তোর বাবা তো টিকিট কেটে ফেলেছেন? যাবিনা কেন? ‘

‘ যাবো না? আমি গেলে ওদের কি হবে?’

‘ওদের মানে..! কাদের কথা বলছিস তুই!’

‘কেন আমার বাগানের সেই গাছ গুলোর। আমি না থাকলে প্রতিদিন বিকেলে কে ওদের জল দেবে, খেতে দেবে মা!’

‘ও এই ব্যাপার।’

‘এই জন্য মেয়ের মুখে না ‘

অণুগল্প

তিতলির বাগানের গাছগুলো আজ যেন তার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন তাদের দেখভাল করা, তাদের যত্ন নেওয়া কোনো কিছু ভোলেনা সে।স্কুল থেকে এসে বিকেলে অনেকটা সময় কাটায় সে। গাছ গুলোতে ফুল ধরলে সেই গল্প সে স্কুলের বন্ধুদের শোনায়। সেবার বাগানে জুইফুলের ডালগুলো নবীনকাকা কেঁটে দিয়েছিলেন বলে তার যে বড্ড অভিমান হয়েছিলো। গাছের ব্যথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেনা। তিতলি মনে করে বাগানের সেই গাছগুলো বড্ড আপনজন তার।

রাতে খাবার টেবিলে বসে কুহেলিদেবী মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, ‘ তিতলি তুই আমাদের সাথে দার্জিলিং যাবি। তোর দাদান বলেছেন ওনি প্রতিদিন তোর বাগানের বন্ধুদের খাবার-জল দেবেন। আগলে রাখবেন সাতদিন।’

মায়ের কথা শোনার পরেও তিতলি চুপ করে থাকে।

পাশ থেকে তিতলির দাদু ভবতোষবাবু হেসে বলেন, ‘তিতলি, তোমার বন্ধু মানে তো আমাদের সকলের বন্ধু।বাগানটি তোমার যেমন আপন তেমনই বড্ড আমাদের সকলের পরম আদুরে। তুমি বাবা-মার সাথে দার্জিলিং ঘুরে এসো।

তোমার বাগানকে আমরা সবাই আগলে রাখবো।’

‘ জল-খাবার দেবে তো? ওদের যত্ন করবে তো? কোনো ডাল যেন না কাঁটা হয়। কথা দাও?’

‘দিলাম কথা। কোনো কিছুই হবেনা। তুমি সাতদিন পরে এসে আগের মতই বাগানের বন্ধুদের দেখতে পাবে। এবার খাবার গুলো খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। কাল যে স্কুল আছে।’

ভবতোষ বাবু নাতনির মাথায় হাত দিয়ে বলে। পাশে কুহেলিদেবী মেয়ের দিকে খাবারের থালাটি এগিয়ে দেন।

সবাই বুঝতে পারেন তিতলি তার বাগানকে কতটা ভালোবাসে। পাশে জানালার পাশ দিয়ে বাগানের সেই জুঁই ফুলের গাছটির দিকে উদাসীন ভাবে তাকিয়ে থাকেন কুহেলিদেবী..!

শপথ

মোঃ আব্দুল রহমান

গোলাপী মন অসুস্থ
পাপড়িরা কাঁদছে, রাতভর যন্ত্রণায় কাতর
লক্ষী-পেঁচা তবুও অলক্ষীকেই দেখে
ভোরের শিশির মোরগের ডাকে তিক্ত ও বিষাক্ত ফণা
মধ্যরাতে শপথের ভাঙনে
চাঁদের জোছনা হলো কলুষিত

অনুভূতির বিছানায় আগুন
মন-ময়ূরীর পেখম জ্বলছে তুষের আগুনে
তবুও তারাদের প্রতিবিম্ব
অমর শিল্পী ঝিঁঝি পাশে নেই আজ
চিরন্তন আলো ফিকে, জোনাকিরা গুহায় লুকিয়ে
শপথের ঘায়েলে পুবের রবি ডুবলো পাড়ে...

মনের কাঠগড়ায়

আনজানা ডালিয়া

নীরবতার ভেতরে রয়ে গেছে তোমার চাওয়া সব উত্তর,
দীর্ঘ নীরবতা তোমার চেনার পথ সাজাবে
দাড়াও আয়নার সামনে,
প্রশ্ন করো
একমাত্র আয়না তোমায় ছল করবেনা
মিথ্যে বলবেনা।
সত্যিটা সাজিয়ে দিবে সুন্দরের আলনায়
লুকানো যায়না ভালোবাসার স্বরলিপি
এটুকু-
বুঝেও অভিযোগ করো
দেখেও দেখোনা হৃদয়ক্ষরন
দাঁড় করালে মনের কাঠগড়ায় ।

ছড়া-ছড়ি

বিদায়

সৌমেন্দু লাহিড়ী

যখন আমার শেষ যাত্রা
যাবে শ্মশান-ঘাটে,
দেখতে আমায় ভীড় জমাবে
জনতা পথে-ঘাটে।
কেউ বলবে ছিল ভালো লোক
কেউ বলবে খারাপ,
কেউ বলবে ছিলেন উনি
কিছু গরীবের মা-বাপ।
স্বজন যারা রইবে চেয়ে
সজল করুণ চোখে,
যাত্রী যারা বলবে তারা
‘বল হরি বোল’ মুখে।
হয়ত কোনও ছেলে তখন
শুধাবে তার মাকে,
“ইনি কি সেই কবি, ছড়া যাঁর
পড়ার বইয়ে থাকে ?”
তখন তুমি মনের সুখে
গাইতে রবে গান,
তবু তব শত্রুর চিরবিদায়ের
স্মৃতি রবে অম্লান।
একদিন ঠিক পড়বে মনে
এই অধমের কথা,
প্রতিপদে দিয়েছ যারে
শ্মশান সম ব্যথা।
অনুশোচনায় আসবে না ঘুম,
যদিও তোমার আসে,
স্বপ্নে তুমি দেখবে আমায়
রয়েছি মলিন বেশে।
কঠিন কঠোর এই সমাজে
চলতে হোঁচট খাবে;
ক্ষতস্থানে মলম দেবার
লোক ভবে না পাবে।
তখন যতই কান্না কর
আসব নাকো ঘুরে,
তোমার থেকে রইব তখন
লক্ষ যোজন দূরে।।

কর্মী

মোঃ মিজানুর খান

এদিকে আয়
আসে
-ওদিকে যা
যায়
ডানে বললে ডানে
বামে বললে বামে
ওঠতে বললে ওঠে
বসতে বললে বসে
যা বলা হয় যন্ত্রের মতো
তাইই শোনে
আসলে শুনতে হয়
এভাবেই চলে দিনযাপন

কর্তা যখন শোবার হুকুম দেয়
একটু ইতস্তত করলেও
শুয়েই পড়ে
তারপর...

ওঠে না, আর ওঠাই হয় না।

ছুটি

তানিয়া সুলতানা

কবে থেকে ভেবে আসছি
স্কুলের গণ্ডি পেরোলেই
মাষ্টার মশাইয়ের শাসন থাকবে না
থাকবে স্বাধীনতা

কেমন একটা ভয় হচ্ছে
স্কুল গেটের বাইরে বাবা আর
অপেক্ষা করবে না
স্কুল ছুটির
এ ছুটি হয়তো ছুটি নয়
হয়তো পরাধীনতা।

পরীক্ষা

মুসাফির মল্লিক

সারাবছর লিখে পড়ে পেয়েছি যা শিক্ষা
হলে বসে সেই গুলোর-ই দিতে হবে পরীক্ষা।
ক্লাসে-তে শিক্ষক সবক বোঝায় লিখে
জেগে যারা বসে থাকে সবাই তাহা শেখে।
তারা যখন দেখে শুনে নতুন সবক বোঝে
আমি তখন ঘুমিয়ে থাকি বেঞ্চে মুখ গুঁজে।
বিকেলবেলা বন্ধুরা সব খেলতে যেত মাঠে
তখন আমি থাকতাম পরে মোবাইল ইন্টারনেটে।
সন্ধ্যে হলেই করতো ওরা বসে বসে পড়া
তখন আমি খেলতাম শুধু ফ্রী ফায়ার খেলা।
এমনি করেই একটি বছর কেটে গেল যেই
পরীক্ষার দিন চলে এল মোর সেটাও জানা নেই।
সবার শেষে গেলাম আমি পরীক্ষা দিতে হলে
ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম যদি শিক্ষক কিছু বলে।
প্রশ্নপত্র দেখে আমার চক্ষু যেন কানা
কোনো প্রশ্নেরই উত্তর যে নেইকো মোর জানা।
ঘন্টা বেজে পরীক্ষার সময় শেষ হলো
ভাই যেই নাম রোল ছাড়া খাতায় মোর লেখা কিছুই নেই।
বাবার আশা ছিল ছেলে হবে সবার ফার্স্ট
রেজাল্ট এসে বলে দিল আমিই সবার লাস্ট।
কি করিব,কি করিব নেই যে আর উপায়
ব্যাগ পত্র গুটিয়ে চল বিদেশে পালাই।
দশটি বছর পড়ার পরেও একি অবস্থা,
জীবন খানা ষোল আনাই হল তবে বৃথা ?
তাইতো বলি ও ভাই আমার পড়তে যদি হয়,
পড়ার সময় পড়াই শুধু বাকি কিছু নয়।

ঢেউ

মৃণাল কুমার বেজ

দেহের ভিতর জেগে ওঠে মানুষটি পথেই এগিয়ে চলে
প্রতিদিনের নীরবতা শব্দগুলিকে নিয়ে তার লড়াই
রাতের অন্ধকার যখন জেগে ওঠে
গোলাকার চাঁদ যেন
একাকি আলোর স্তম্ভ
কান্নার জল কখনোই ভারী হয় না
হে ঝরে পড়লেই হালকা মনে হয়
আমিও
ভালো থাকবো বলে
আগুনের গল্প লিখি
তৃষ্ণার বুকে উথলায়□নতুনের ঢেউ

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে সহজ জয়, সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গল

আপনজন ডেস্ক: শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-কে ৩-১ হারিয়ে চলতি আইএসএল-এ পয়েন্ট তালিকায় ১০ নম্বরে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। ২১ ম্যাচ খেলে লাল-হলুদ ব্রিগেডের পয়েন্ট ২৪। কেরালা ব্লাস্টার্স ২০ ম্যাচ খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে আছে। চেন্নাইয়িন এফসি ২১ ম্যাচ খেলে ২৪ পয়েন্ট পেলেও, গোলপার্থক্যে কেরালা ব্লাস্টার্সের চেয়ে পিছিয়ে থাকায় ৯ নম্বরে। পাঞ্জাব এফসি-ও ২১ ম্যাচ খেলে ২৪ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোলপার্থক্যে ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে পিছিয়ে থাকায় ১১ নম্বরে পাঞ্জাব। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, এফসি গোয়া, জামশেদপুর এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করে ফেলেছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে আছে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে শেষ তিন ম্যাচ জিতে লড়াইয়ে থাকতে চাইছেন সল ক্রেসপোরা।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের দাপট ছিল। ১৫ মিনিটে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকসের বাঁ পায়ের জোরালো শট পাঞ্জাবের গোলকিপার রবি কুমারের হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে জালে জড়িয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতীয় গোল পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। রাফায়েল মেসি বৌলির ক্রস থেকে দিয়ামান্তাকসের ফ্লিক পোস্টে লেগে ফিরে আসে। সেই বলে বিষ্ণু পি ভি-র শট বারের উপর দিয়ে চলে যায়। প্রথমার্ধের শেষে ১-০ এগিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোড়া গোল করে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে ইস্টবেঙ্গল। ৪৭ মিনিটে মেসির মাইনাস থেকে ডান পায়ে শট নেন বিষ্ণু। সেই শট পাঞ্জাবের ডিফেন্ডারদের গায়ে লেগে ফিরে আসে। এরপর বাঁ পায়ের পুশে জালে বল জড়িয়ে দেন নাওরেম মহেশ সিং। ৫৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে থেকে লালচুংনুঙ্গার ডান পায়ের জোরালো শট জালে জড়িয়ে যায়। ৬২ মিনিটে লাল-হলুদ রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে জোরালো শটে ব্যবধান কমান ইজেকুয়েল ভিডাল।

ক্যামেরুনের উইঙ্গার মেসি প্রতি ম্যাচেই অসাধারণ ফুটবল খেলছেন। উচ্চতা, ড্রিবলিং, বল ধরে রাখার ক্ষমতা তাঁর প্রধান অস্ত্র। লেফট উইং থেকে একের পর এক দুর্দান্ত বল রাখছেন মেসি। তিনিই এখন লাল-হলুদের প্রাণভোমরা।

ডাকেটের ১৬৫, ইংল্যান্ডের ৩৫১–অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বড় দুই রেকর্ড ইংল্যান্ডের

আপনজন ডেস্ক: আট বছর পর ফিরেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। প্রত্যাবর্তন টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিনে নতুন করে লেখা হলো বড় দুটি রেকর্ড। ২১ বছরের পুরোনো চ্যাম্পিয়নস ট্রফির রেকর্ড ভেঙেছে ইংল্যান্ড ও দলটির ওপেনার বেন ডাকেট। তা কী রেকর্ড হলো? ইংল্যান্ড গড়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড। আর ডাকেট গড়েছেন এই টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড।

ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেট ১৪৩ বলে ১৬৫ রান করেছেন। এই রেকর্ডটি এত দিন ছিল নিউজিল্যান্ডের নাথান অ্যাস্টল ও অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ১৭৭ বলে ১৪৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন অ্যাস্টল। জিম্বাবুয়ের অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ২০০২ সালে ভারতের বিপক্ষে ১৬৪ বলে ১৪৫ রান করেছিলেন। পরের দুটি নাম ভারতের দুই কিংবদন্তির, ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সৌরভ গাঙ্গুলী ১৪১ ও ১৯৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শচীন টেন্ডুলকারও ১৪১ রান করেছিলেন। টেন্ডুলকার আউট হলেও সৌরভ অপরাজিত ছিলেন। তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে বেন ডাকেট দলকেও এনে দিয়েছেন রেকর্ড সংগ্রহ। তাঁর ইনিংসের ওপর ভর করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আজ ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৫১ রান করেছে ইংল্যান্ড। এত দিন এই রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ডের। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে অ্যাস্টলের সেঞ্চুরির দিনে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৪৭ রান করেছিল কিউইরা। তিনে আছে পাকিস্তান, ভারতের বিপক্ষে গত আসরে কার্ডিফে ৪ উইকেটে তারা করে ৩৩৮ রান। এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ হয়েছে–এর মধ্যেই সেঞ্চুরি হয়ে গেছে ছয়টি। এটি অবশ্য রেকর্ড নয়, ২০০২ ও ২০১৭ সালের আসরে ১০টি করে সেঞ্চুরি হয়েছে। এবার তা ছাড়িয়ে যাওয়ার ভালো সম্ভাবনাই তৈরি হলো তাতে।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রধান কোচ আন্দ্রে চিরনিসবের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব একটি আনুষ্ঠানিক প্রেস বিজ্ঞপ্তির দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান কোচ আন্দ্রে চিরনিসবের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছে। তাছাড়া ক্লাব আরও নিশ্চিত করেছে যে মেহরাজউদ্দিন ওয়াদুকে মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাই বলাই যায় ফের মেহরাজ উদ্দিন ধ্যায়েল মুরু মহামেডানের। আন্দ্রে চেরনিশভের নেতৃত্বে ব্ল্যাক-এন্ড-হোয়াইট ব্রিগেড একাধিক ট্রফি জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে টানা দুটি 'কলকাতা ফুটবল লীগ শিরোপা'। তিনি দলকে ২০২১ ডুরান্ড কাপ ফাইনালে এবং ২০২১-২২ আই-লিগে রানার্স-আপ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মেয়াদ ২০২৩-২৪ মৌসুমে মেহামেডানের ঐতিহাসিক আই-লিগ জয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। চেরনিশভ দ্রুত ভক্তদের প্রিয় হয়ে ওঠেন তার দলের আকর্ষণীয় এবং গতিশীল ফুটবল শৈলীর জন্য। তার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আলাদা চিন্তাভাবনা সমর্থকদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে, যার ফলে মোহামেডান এসসি-র আইএসএল অভিষেক আরও প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে। মেহামেডান এসসি-র খেলার ফর্ম প্রথম দিকে খুব একটা ভালো ছিল না, তাই খেলার ফর্ম খুঁজে পেতে অনেকটাই লড়াই করতে হয়। মাঠের বাইরের বিতর্কের কারণে মাঠের অসুবিধা আরও বেড়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে বেতন বিরোধ এবং শেয়ার স্থানান্তর সম্পর্কিত বিনিয়োগকারীদের দ্বন্দ্ব। আর ফলবশত এই সমস্যাগুলি ক্লাবের মধ্যে এক অস্থিরতা তৈরি করে। এই সংকটের মধ্যে, চেরনিশভ বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং অস্থায়ীভাবে ওয়াদুর কাছে কোচিংয়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসার কথা থাকলেও, ব্যবস্থাপনার সাথে আরও আলোচনার পর, তিনি শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্মতিতে ক্লাব থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্তই নেন। চেরনিশভের এই অমূল্য অবদানের জন্য একটি যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, তার বিনিয়োগকারী বাঙ্কার হিল এবং শ্রাচি স্পোর্টস সহ সবাই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ওনাদের মত, "বিদায় জানানো কখনই সহজ নয়, বিশেষ করে এমন কাউকে যিনি এই ক্লাবকে এত কিছু দিয়েছেন, তিনি দলকে গঠন করেছেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উন্নীত করেছেন এবং এমএসসি পরিবারের হৃদয় জয় করেছেন। তিনি সর্বদা মোহামেডান এসসি-র একজন প্রিয় সদস্য হয়েই থাকবেন এবং তার উত্তরাধিকার আগামী বছরগুলিতে ক্লাবকে অনুপ্রাণিত করবে"। ওয়াডু এখন নেতৃত্বের সাথে সাথে, মোহামেডান এসসি-র তাদের বাকি আইএসএল ম্যাচগুলিতে সংশোধন করার চেষ্টা করবে।

পাকিস্তান যদি ভারতকে হারায়, সেটা হবে অঘটন: বাসিত আলী

আপনজন ডেস্ক: দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট লড়াইয়ের আরেকটি অধ্যায় রচিত হবে আগামীকাল। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এ লড়াইয়ের আগে ভারতকেই ফেবারিট মানছেন বেশির ভাগ ক্রিকেটপ্রেমী। ব্যাটিং-বোলিং, দুই বিভাগেই দারুণ ছন্দে আছে ভারত। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু করা পাকিস্তানের ব্যাটিং হতাশ করছে দলটির সমর্থকদের। শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হারিস রউফদের নিয়ে গড়া বোলিং বিভাগও দারুণ কিছু করতে পারছে না বেশ কিছুদিন ধরেই।

সব মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান আরেক লড়াইয়ের আগে পাকিস্তানই বেশি চাপে আছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট-পণ্ডিতদের অনেকেই। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী তো বলেই দিয়েছেন, ভারতের বিপক্ষে তাঁর দেশ জিতে গেলে, সেটি হবে অঘটন।

নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে আগামীকালের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাসিত আলী এমন মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথা, 'আমি যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলি, ৮০ শতাংশ মানুষই বলছে ভারত সহজ জয় পাবে। এমনকি আমারও এটাই মনে হয়। পাকিস্তান যদি ভারতকে হারিয়ে দেয়, সেটা হবে অঘটন।'

২৯ বছর পর আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট পাকিস্তানে ফিরেছে। কিন্তু সেই ফেরাটা স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। করাচিতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬০ রানে হেরেছে পাকিস্তান। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি এখন দলটির জন্য বাঁচামরার লড়াই।

প্রথম ম্যাচে হেরে চাপে পড়ে যাওয়া পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি আবার খেলবে দুবাইয়ে। যেখানে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সমর্থকই গ্যালারিতে বেশি থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত কী করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রেকর্ড পরিমাণ আয় করেও সবচেয়ে দামি নয় মেসির মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ -এ প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) পর্ব শেষ করে ইন্টার মায়ামিতে উড়ে যান লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন এই মহাতারকার যোগদানের পর দৃশ্যপট অনেকটা পাল্টেছে আমেরিকার মেজর লীগ সকারের ক্লাবটির। মাঠের খেলার ধারের সঙ্গে বেড়েছে ক্লাবের আয়সহ সামগ্রিক অনেক কিছুরই। কিন্তু এতকিছুর পর এবারও এমএলএসের সবচেয়ে দামি ক্লাব হতে পারেনি মেসির মায়ামি। শুক্রবার বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী ফোর্বস এমএলএসের বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করে। সেখানে এবারও লীগটির সবচেয়ে দামি দল লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাব। ক্লাবটির বর্তমান মূল্য ১২৫ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ইন্টার মায়ামির মূল্য ১২০ কোটি ডলার। এমএলএসের সবগুলো ক্লাবের গড় মূল্যের চেয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। ক্লাবটির এবারের মূল্য বেড়েছে চার শতাংশ। যদিও এই হিসেবে অনেকটাই এগিয়ে মায়ামি। গত বছরের চেয়ে এবার ক্লাবটির মূল্য বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এমএলএসের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি ১০০ কোটি ডলার আয় করে তালিকার তিনে আছে। আটলান্টা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের আয় ৯৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ৮৭ কোটি ৭৫ লাখ ডলার আয়ে শীর্ষ পাঁচে নিউ ইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাব।

বছর দুই আগে আর্জেন্টাইন মহাতারকার দলে যোগদানের পর একপ্রকার বিপ্লব ঘটে যায় মায়ামিতে। আসতে থাকে একের পর স্পন্সরশিপ, পকেটে ঢুকতে থাকে মোটা অঙ্কের টাকা। শুধুমাত্র এই স্পন্সরশিপ থেকেই থেকেই রেকর্ডসংখ্যক আয় হয় ক্লাবটির। দলের সমর্থকও বাড়তে থাকে হু হু করে। ক্লাবটি চলে আসে আলোচনার তুঙ্গে। মেসির যোগদানের আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ -এ ইন্টার মায়ামির যা মূল্য ছিল, তা বর্তমান সময়ের অর্ধেক। তবে এমন পরিবর্তনে নিশ্চয়ই কপালে চোখ ওঠেনি ফুটবল বিশ্বের। কেননা এমনটা তো হবারই কথা ছিল, নামটা যে মেসি। এসব না ঘটলে হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করা যেত। গত বছর মেজর লীগ সকারের শেষ মৌসুমে রেকর্ড ৭৪ পয়েন্টে প্রথমবারের মতো সাপোর্টার্স শিল্ড জেতে মায়ামি। সেবার সেরা ফুটবলার হন মেসিই। যদিও পরে প্লে অফে প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যায় দল। মেসি ছাড়াও মায়ামিতে আছে তারই বার্সেলোনার একসময়ের সতীর্থ জর্দি আলবা, সার্জিও বুসকেতস ও লুইস সুয়ারেজ। পরে ক্লাবটির নতুন কোচ হিসেবে আসেন ক্লাব ও জাতীয় দলের মেসির আরেক সাবেক সতীর্থ হাভিয়ের মাশচেরানো।

৩ দিন ব্যাপী অভিষেক ব্যানার্জী কাপ টুর্নামেন্ট সাগরদিঘীতে

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার সাগরদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ও ব্লক সভাপতি নূরে মেহেবুব আলামের পরিচালনায়, অভিষেক ব্যানার্জি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল সাগরদিঘীর মোরগ্রাম লালমাটি ময়দানে, খেলার প্রথম দিনেই মাঠে ব্যাট ধরেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান টিমের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় 'কারান আমবালা' অভিষেক কুমার। খেলার প্রথম দিনেই মোরগ্রাম লালমাটি ময়দানে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেল। এই দিন মোট ৪টি টিমের খেলা হয়ে, তার মধ্যে বিজয়ী দুই দলকে নির্বাচিত করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, জেলাপরিষদের সদস্য ভারতী হাঁসদা, বান্টি প্রামাণিক, আমিন শেখ প্রমুখ। এদিন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নূরে মেহেবুব আলম জানান তিন দিন ব্যাপী সাগরদিঘীর মাটিতে অভিষেক ব্যানার্জি কাপ টুর্নামেন্টে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, আজকে শুরু হল খেলা সোমবার ফাইনাল।

সর্বভারতীয় অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগীতায় জয়নগরের তিনটি মেয়ে সোনা পেল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর মোয়ার পাশাপাশি পড়াশোনা, খেলাধুলাতে নজির রেখেছে। আর এবার আঁকার মধ্যে দিয়ে সারাদেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করলো জয়নগর।সর্ব ভারতীয় মেধা অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় অসামান্য সাফল্য পেল এবার দক্ষিন ২৪ পরগনা। সম্প্রতি উওর ২৪ পরগনার নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে সর্ব ভারতীয় মেধা অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগরের অক্ষয় আর্ট এন্ড কালচার সংস্থা থেকে অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষের একশো জন প্রতিযোগিরা এই অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।যার মধ্যে ২১ জন বিভিন্ন স্তরে পুরস্কৃত হয়।চ্যাম্পিয়ান হন জয়নগরের মেয়ে তৃষা মন্ডল, সে পায় ২৪ ক্যারেটের সোনার মূর্তি। দ্বিতীয় হন রুবিনী মুদিয়া, সে পায় সোনার পদক, তৃতীয় হয় জিনিয়া মোল্লা, সে ও পায় সোনার পদক। বাকি ১৮ জন সফল প্রতিযোগীরা সবাই রুপোর পদক পায়। আর এই সম্মাণ শুধু জয়নগর নয় সারা দেশের কাছে গর্বের। এই সম্মাণ পেয়ে খুশি কৃতি প্রতিযোগীরা। আনন্দিত জয়নগরবাসীরা।এ ব্যাপারে এই কৃতিদের অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষ বলেন,এত বড় সম্মাণ পেয়ে আমরা গর্বিত। আগামীদিনে আরও ছাত্র ছাত্রীরা এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এগিয়ে আসবে। আজ ওদের জন্য জয়নগর আবার সারা দেশের কাছে নিজের নাম অক্ষন্ন রাখতে পারলো। আমি খুব খুশি।

মথরাপুর সংসদের উদ্যোগে শুরু হল এমপি কাপ

এক ঝাঁক মন্ত্রী বিধায়কদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা

নকিব উদ্দিন গাজী ● দ: ২৪ পরগনা

আপনজন: সুন্দরবনে ফুটবলকে আরো জনপ্রিয় করতে এবং ফুটবলারদের আগ্রহ বাড়াতে দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন মুথাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার সাত টি বিধানসভা নিয়ে এই এমপি কাপ অনুষ্ঠিত হয়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার এম পি কাপের অনুকরনে মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের উদ্যোগে মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর বিবেক ময়দানে শনিবার থেকে শুরু হলো এম পি কাপ। ১৬ টি টিমের খেলা হবে যেখানে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার এলাকার একটি করে টিম সহ অন্যান্য জায়গা থেকে টিম অংশগ্রহণ করে। এই খেলার মধ্যে দিয়ে নতুন ফুটবলারকে পাওয়ার লক্ষ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে এমনটায় বললেন সাংসদ বাপি হালদার। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এমপি কাপের উদ্বোধন করেন সাংসদ সায়নী ঘোষ।

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, আমাদের দলের স্লোগান খেলা হবে তাই মাঠেও খেলা হবে রাজনীতিতেও খেলা হবে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এত সুন্দর অনুষ্ঠানে এসে আমি আনন্দিত।

অন্যদিকে এমপি কাপের উদ্যোক্তা বাপি হালদার বলেন, খেলার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখা যায়। এমনকি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এম পি কাপের অনুকরনে এই এম পি কাপের আয়োজন করা হয়েছে উদ্বোধনী ম্যাচ হিসেবে এমপি কাপের প্রথম ম্যাচে বিদেশি একাদশ ও ভারতীয় একাদশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ সায়নী ঘোষ,সাংসদ জুন মালিয়া, সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক শওকত মোল্যা রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল সহ, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার কুলপির বিধানসভার বিধায়ক জগরঞ্জন হালদার , রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক অলোক জলদাতা জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি। এই খেলার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের সুন্দরবন এলাকা থেকে ভালো ফুটবলার পাওয়া যাবে এবং যা জেলা এবং রাজ্যর হয়ে ভারতের হয়ে খেলবে এমনটাই মনে করছেন সাংসদ বিধায়ক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের ফুটবল প্রেমিকরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**